তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া সভার কার্য্য সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট মৌখিক বক্তৃতা করিলে অপর একটী নূতন সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হইল। অবশেষে রাসায়নিক প্রদর্শন ও জলযোগের পর পরস্পরের মধ্যে আলাপ সম্ভাষণ হইয়া সভাগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নারীজীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে কুমারী লাবণ্য প্রভা বসুর রচনা উৎকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে ২০ টাকা মূল্যের কতকগুলি ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। আমাদের দেশের ও সমাজের অনেক ভাবী মঙ্গল, এই সভা হইতে প্রসূত হইবে, তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত আশা করি। পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর এই সভাকে দীর্ঘ-জীবিনী করুন।

বঙ্গমহিলা সমাজের ষাণ্মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

মাঘোৎসবের পর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আমাদের সভার কার্য্যারম্ভ হয়, মধ্যে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পাঁচ সপ্তাহ কাল সভার কাজ স্থগিত থাকে।

সভার পূর্ব্বে অনেক ঋণ থাকাতে মাঘোৎসবের পর প্রথম কয়েক মাস মাসে তিনবার করিয়া সভার অধিবেশন হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে সভার আয়ের কিছু সচ্ছল হওয়াতে ও কোন একটী অজ্ঞাত বন্ধু মাসিক কিছু অর্থ সাহায্য করায় এখন মাসে নিয়মিত ৪ বার করিয়া সভা হইতেছে।

রচনা পারিতোষিক—শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য তিনখানা রচনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসুর রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে এবার ২০ টাকার পুরস্কার দেওয়া যাইতেছে। এত গুলি ব্রাহ্মিকা থাকিতেও এই পুরস্কার পাইবার জন্য ২।১ টী বই রচনা পাওয়া যায় না, এজন্য স্থির হইয়াছে অতঃপর পুরস্কার না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যাদিগের মধ্যে একটী পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণা মহিলাদিগকে এই টাকা হইতে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

সাধারণতঃ সভার কাজ নিম্নলিখিত রূপে হইয়া থাকে। ১ম সপ্তাহে উপাসনা ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ; ২য়, কোন একটী রচনা পাঠ ও সে বিষয়ে আলোচনা, ৩য়, নীতি ও সামাজিক কোন ভাল বিষয়ে আলোচনা; ও চতুর্থ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। তিন মাস পরে একবার সামাজিক সম্মিলন হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত আলোচনা সভাতে নারী জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যোতেই মহত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটী রচনা পাঠ হইয়াছে। জ্ঞানোন্নতি সভাতে তাপ, প্রাণীবৃত্তান্ত ও ইতিহাস সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহার কালে যে সকল মহোদয়

ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাগণ অর্থদ্বারা ও সদুপদেশ এবং সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সভার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আগামী বৎসরেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

শিক্ষা কমিশনে আবেদন পত্র—সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য যে একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগের বক্তব্য জ্ঞাপনার্থ বঙ্গ মহিলা সমাজ একখানা আবেদন প্রস্তুত করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মাস হইতে এই সমাজ হইতে একটী বালিকার পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ১ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। হস্তে আরও অর্থ থাকিলে এই প্রকারে শিক্ষার জন্য আরও অনেক উপায় করা যাইতে পারে।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে ইংলণ্ডবাসিনী কুমারী ম্যানিং নিজ হইতে সভার সাহায্যার্থে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদ্বারা আমাদের সভার কার্য্য-সাধন পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

পুস্তকালয় স্থাপন—ইতিমধ্যে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দিগের নিকট হইতে অনেক গুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে কুমারী ম্যানিং ও অনেক গুলি পুস্তক এই পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

উৎসব সঙ্গীত।

সুনীল গগনে কিবা কনক চন্দ্রমা হাসে,
নীল সরোবরে যেন স্বর্ণ-কমলিনী ভাসে।
তারকা হীরকাবলি, অস্ফুট কমল কলি, বিকসিত
হবে বলি চেয়ে আছে আসে পাশে।
হাসে প্রকৃতি সুন্দরী, রজত বসনপরি,
এ শোভা দেখিতে কার, প্রাণ নাহি ভাল বাসে?
বিহঙ্গের পক্ষ পেলে, এখনি যাই যে চলে,
যথা তারকার দল, শোভে শশী নীলাকাশে।

আনিয়ে সে পূর্ণ শশী, ঘরে বসি দিবানিশি,
হেরি তার শোভা রাশি, ভাসিব সে সুধারসে ;
না দিব রাহু পশিতে, না দিব মলিন হতে,
নিরখিয়ে ইচ্ছামতে, পুরাইব অভিলাষে ।

নূতন সংবাদ ।

১। মান্দ্রাজ বন্দরে একটী কচ্ছপ ধৃত হইয়াছে, তাহার শরীরের ব্যাস ৫ ফিট,বেড় বোধ হয় ১৫। ১৬ ফুটের নূন্য হইবে না। সাক্ষাৎ কুর্ম্ম অবতার !

২। আমাদের দেশে পূর্ব্বে চোর কি সাধু পরীক্ষা করিবার জন্য ঘৃত পরীক্ষা তৈল পরীক্ষা প্রভৃতি ছিল। মাদাগাস্কার দ্বীপে কুম্ভীর পরীক্ষা আছে। বিচারাধীন ব্যক্তিকে কুম্ভীরপূর্ণ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে যদি সে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে, তবে সে নির্দ্দোষ,মারা গেলেই দোষী।

৩। সে বার নৈনিতালের পাহাড় ভাঙ্গিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এ বৎসর দার্জ্জিলিঙের পাহাড় স্থানে স্থানে ধসিয়া পড়িয়া লোকের বড় ভয়ের কারণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র হস্ত উচ্চ স্থান হইতে বহুসংখ্যক বৃহদাকার বৃক্ষাদি সহিত পাহাড়ের অংশ ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে, উহা মনে করিলে আতঙ্ক হয়। রেলওয়ে দ্বারা পাহাড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া কি এইরূপ হইতেছে ?

বামাগণের রচনা ।

নারী-জীবনের উদ্দেশ্য ।

(বঙ্গমহিলা সমাজের পারিতোষিক রচনা ।)

লক্ষ্যহীন জীবন কর্ণহীন তরীর ন্যায় দুর্গতির কারণ। সুতরাং যাঁহার যেরূপ আশা ও কার্য্যনিপুণতা সেরূপ আপনাপন জীবনের এক একটী উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি সৃজনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশ কাল ভেদে নানাপ্রকার মত ভেদ দৃষ্ট হয় ; কেহ কেহ বলিবেন, অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ হইয়া পারিবারিক কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য নাই ; কাহার কাহার মতে জগতে যাহাতে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার হয়, তজ্জন্য জীবন অর্পণ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি তাঁহাকে সংসারের অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়

তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই উভয় মতই আতিশয্য দোষে দূষিত। নারী কেবল আপন পারিবারিক কতিপয় সামান্য কার্য্য করিয়া অমূল্য জীবন কাটাইবেন, আত্মপরিবার ভিন্ন জগতের অন্য লোকের সুখ দুঃখের সংবাদ রাখিবেন না, ইহা যেমন একান্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মত, অপর দিকে নারী আত্ম-পরিবারের সুখের দিকে ও সমাজের ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনে বিব্রত হইবেন ইহাও সেইরূপ অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক মত। সত্যধর্ম্মের বহুল প্রচার, কুসংস্কার পূর্ণ সমাজের সংস্কার সাধন ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু সংসারে আসিয়া যে কোন শুভ-কার্য্য সম্পাদনার্থে যে চিরকুমারী হইতে হইবে ইহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ বাক্য নহে। সংক্ষেপে নারী-জীবনের উদ্দেশ্য ইহা বলা যায় যে ঈশ্বরের বিধি অবগত হইয়া কার্য্য, বাক্য বা চিন্তায় তাঁহাকে অতিক্রম না করিয়া জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য পালন, হৃদয় মন ও আত্মার সম্যক্‌ উন্নতি সাধন ও তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত যে সমুদয় কমনীয় গুণাবলীর অধিকারিণী, যাহাতে সে গুলি সম্পূর্ণ-রূপে বিকসিত হইয়া পৃথিবীতে দেব লোকের শোভা বিস্তার করে, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন প্রকাশ নারী জীবনের উদ্দেশ্য। সে সমুদয় কার্য্য করাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য, যাহাদ্বারা তাঁহার জীবন দিন দিন দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়, ও তাহা তাঁহার সর্ব্বথা পরিহার্য্য, যাহা তাঁহাকে দেবতার স্বর্গীয় সিংহাসন ভ্রষ্ট করে।

এখন দেখা যাউক কি কি উপায়ে বঙ্গনারীগণ হৃদয় মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নীতিগর্ভ বা উপদেশপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিলে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। কেবল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেই হয় না, যাহাতে উহার অন্তর্গত নীতিগুলি মনে রাখা যায় ও কার্য্যকালে উপকারে আসে, তদ্বিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ করিতে হয়। সর্ব্বদা সাধু আলাপ, সাধু সহবাস ও সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ করিলে তাহা হৃদয়ের উন্নতি সাধনের প্রধান সহায় হইতে পারে। গৃহ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্যে সময় ক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট সময় আত্মোন্নতি সাধনে অর্পণ করিবেন। ঈশ্বরকে লাভ করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য; ঈশ্বরের আদেশ পালন জন্যই তাঁহার সংসারে আগমন; তিনি যে কর্ত্তব্য কার্য্য করুন না কেন, তাহা সম্পাদন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া করিবেন; বিনাড়ম্বরে নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মের উচ্চব্রত পালনে একান্ত তৎপর হইবেন। স্বীয় জীবনে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সংসারাসক্ত

লোকের মন সেই পরম দেবতার দিকে আকৃষ্ট করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ লক্ষ্য ও ইহাই তাঁহার জীবনের গৌরব।

নারীজাতি সৃজনের লক্ষ্য অতি উচ্চ। ঈশ্বর নারী জাতি এইজন্য সৃজন করিলেন, যে স্ত্রীর কোমল প্রকৃতির প্রভাবে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে কোথাও এই উচ্চ লক্ষ্য প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পুরুষদিগকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং আপনারা স্বার্থপর হইয়া পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে অনেক যুবকের পৃথিবীর কল্যাণ-সাধন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকে, কিন্তু বিবাহের অল্প কালের মধ্যেই সে উৎসাহ কোথায় লুক্কায়িত হয়। স্ত্রীর সঙ্কীর্ণ মত কি ইহার কারণ নয়? এত বড় আত্মা, যাহা সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ভাল বাসিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা একটী ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ হয়। অমরাত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কে কলঙ্কিত হন। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের হৃদয় একান্ত স্বার্থপরতার আধার; অশিক্ষা, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি ইহার কারণ। স্ত্রীলোকের আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার নিয়ম নাই, সেই ক্ষুদ্র গৃহ ব্যতীত পৃথিবীতে যে আর কোন স্থান আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না, সুতরাং সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থ আত্মীয়গণের প্রতি তাঁহাদের সমুদয় অনুরাগ পর্য্যাবসিত হইয়া থাকে, দয়া, দেশানুরাগ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হৃদয় বৃত্তিগুলি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর আপন কোমল হস্তে নারীহৃদয়ে যে সকল মধুর ও উচ্চভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত ও অনুকুল অবস্থার অভাবে ও স্ফূর্ত্তিবিহনে সে সকল শুষ্ক হইয়া যায়। নারী কেবল আপনাপন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, তাঁহার কলঙ্ক হইবে, অতএব তাঁহার সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। আপনার দোষে যেন নারী উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন; সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মে কেবল আপনাকে উন্নত করিলে হইবে না, যাহাতে অন্যে সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মরত্নের অধিকারী হয়, তজ্জন্য একান্ত চেষ্টা করিবেন। তাঁহার পরহিতৈষণা কেবল আত্মপরিবারে আবদ্ধ থাকিবে না, প্রত্যুত উহা পরহিতৈষণায় পরিণত হইয়া জগতে প্রচারিত হইবে। নারীর সংসারই প্রধান কার্য্যক্ষেত্র বটে, কিন্তু একমাত্র নহে, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। পাপী তাপীর দুঃখ নারীর কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয় ভিন্ন কে আর উপলব্ধি করিবে? নারী ব্যতীত কে

আর তাহাদের তাপিত মস্তক স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে? পতিত আত্মার উদ্ধার নারী ব্যতীত আর কে করিবে? একজন পরহিতৈষিণী নারী একজন পুরুষ অপেক্ষা অধিক সমাজের উপকার করিতে পারেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে অনেক স্ত্রীলোক সমাজের কোন বিশেষ বিশেষ কল্যাণ সাধন উদ্দেশে চির কৌমার্য্য অবলম্বন করেন। কৌমার্য্য আর কিছুই নয়, পবিত্র-জীবন লইয়া পবিত্র-হৃদয়ে পবিত্র-মহৎকার্য্যে জীবনঅর্পণ করা; নিঃস্বার্থ পরোপকারের ন্যায় উচ্চতর ব্রত আর কোথায়? আমাদের দেশে ইংলণ্ডের ন্যায় উক্ত অভাব উপস্থিত হয় নাই, তবে বঙ্গবালবিধবা দ্বারা উক্ত অভাব মোচন হইতে পারে। যাঁহাদের নিকট সংসারের সমুদায় সুখভোগ চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধন করাই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের ন্যায় এ পবিত্র ব্রত, সাধনের উপযুক্ত আর কে? বিধবারাত ধর্ম্ম-সাধন উদ্দেশে নানাপ্রকার দুর্বিষহ কষ্ট স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার ন্যায় পুণ্যকর ব্রত আর কি? এ ব্রত সাধন করিলে হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে। কেহই বলিতে পারেন না ঈশ্বরের গৃহে আমার কোন কার্য্যই নাই। অল্পবুদ্ধি, দরিদ্র প্রতি জনেরই কার্য্য আছে, জীবনের দায়িত্ব আছে। অকিঞ্চিৎকর বেশ ভূষা বা স্বীয় পরিবারের ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য নারীর জন্ম হয় নাই; কেবল আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহার জীবন নয়, পৃথিবীর মঙ্গলসাধন জন্য অন্যার্থে জীবন উৎসর্গ উদ্দেশে তাঁহার জীবন। নারী স্বীয় শরীর ও মন হইতে যাহা কিছু সেবায় উপহার দিবেন, তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবী উন্নত হইবে; ঈশ্বর নারীহৃদয়ে যে শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, বল ও অন্যান্য গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই জন্য, যে নারী ঈশ্বরের অনুগত দাসী হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহা বিতরণ করিবেন, ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা, বল, উৎসাহ জগতের কল্যাণে উৎসর্গিত হইবে। আর স্বার্থপর হইয়া আপন সুখোন্নতির জন্য অনবরত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়। যে জীবন জগতের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে সে অমূল্যজীবন অবহেলায় বা সামান্য কার্য্যে বৃথা অতিবাহিত না হইয়া জগতের কল্যাণার্থে উৎসর্গিত হউক; তাহা হইলে জগতে অল্প দিন মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, নারী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা, তাহা গৌরবের সহিত সুসম্পাদিত হইবে; ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ ও তাঁহার পবিত্র নাম ধন্য হইবে।

শ্রীলাবণ্য প্রভা বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৩ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৮৯—অক্টোবর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিসরের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আরাবী পাশা ১০ সহস্র মিসর সৈন্য ও অস্ত্রাদি সহিত ইংরাজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি উলসলী আমাদিগের গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সেনাগণ অতি সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের সাহায্য না পাইলে এত শীঘ্র জয় লাভ করিতে পারিতেন না।

———

বঙ্গদেশ হইতে দুইটী রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ মান্দ্রাজ গমন করিয়াছেন। কি দুঃখের বিষয় কলিকাতা মেডিকাল কলেজের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত নহে, এজন্য ইঁহাদিগকে বহুব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদেশে যাইতে হইল। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম "Contemporary Review" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার ফ্রান্সেস ই হগান এম ডি নাম্নী একজন স্ত্রী-ডাক্তার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষার এবং স্ত্রী-ডাক্তারদিগের জন্য কতকগুলি পদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মেডিকাল কলেজে ছাত্রী-শ্রেণী খোলা যে নিতান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। স্ত্রী ডাক্তার ভিন্ন এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সুবিধা হইতেছে না।

———

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনা নগরে স্ত্রীশিক্ষার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সংবাদ

পাইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। তথায় সম্প্রতি শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আলোচনার্থ ৩০০ রমণী সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা বিদুষী রমা বাইর সদ্দৃষ্টান্তের ফল সন্দেহ নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাবিত্রী বাই ও অনসূয়া বাই নাম্নী দুইটী মহারাষ্ট্রীয় রমণী প্রকাশ্য-রূপে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় রমণীগণ এরূপ উৎসাহের সময়ে কি মৌনী হইয়া থাকিবেন?

পুনা নগরে শিক্ষা কমিসনের সম্মুখে শ্রীযুক্তা সরিবজ্জা নাম্নী একটী রমণী সাক্ষ্যদান করেন। ইনি পুনা বিক্টোরিয়া হাই স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষ। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি স্বয়ং ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এক্ষণে ইনি ও ইহাঁর কয়েকটী কন্যা উহার শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ যে সকল পরামর্শ দান করিয়াছেন, তাহা অতীব সারগর্ভ ও উপাদেয়। ইহাঁর অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটী প্রস্তাব দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তাহা এই যে বড় বড় সহর ও নগরে এক একটী স্ত্রী সভা থাকে এবং তদ্দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়। আমরা আশা করি এরূপ মহিলা সমাজ সকল অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রমাবাই শিক্ষা কমিসনের নিকটে তাঁহার আত্মজীবন বৃত্তান্ত যাহা বর্ণন করেন, তাহা পাঠিকাগণের হৃদ্য হইতে পারে:—

"আমি ১৮৫৮ সালের এপ্রেল মাসে মাঙ্গালোর জেলার এক অরণ্যে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা একজন উৎকৃষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, আমার মাতা তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আমার বয়স যখন ৯ বৎসর, তখন মাতা আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। আমি পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রী ভাষা শিক্ষা করি নাই, কিন্তু পিতামাতার কথোপকথন শুনিয়া এবং উক্ত ভাষায় পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া তাহা শিখি। দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কানাড়ি, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করি। বাল্যকাল হইতে পুস্তক পাঠে আমার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অন্য লোকের ন্যায় আমার পিতা মাতা আমাকে বাল্যকালে বিবাহ দিয়া অজ্ঞানতা কূপে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এবিষয়ে তাঁহারা উভয়ে একমত ছিলেন। আমি ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত পিতামাতার নিকট ছিলাম, এই সময় তাঁহারা উভয়ে পরলোক গমন করেন। অতঃপর সহোদরের সহিত পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ, আসাম, বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করি।"

আমরা অবগত হইলাম রমাবাই ইংরাজী ভাষাও শিখিয়াছেন এবং অধিকতর শিক্ষার উদ্দেশে সত্বর ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

কুমারী সারা হেনেল নাম্নী এক অসাধারণ বিদ্যাবতী ইংরাজ রমণী "Present Religion" বর্ত্তমান ধর্ম্ম নামে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহার ৩য় খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এই খণ্ডের নাম "The Ethical stand-

point" ইহাতে ধর্ম্মনীতির মূল কি এই বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের পরিচয় দিয়াছেন। এই রমণী প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে গুরুর মত সকলের সহিত তাঁহার ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক লক্ষিত হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর একজন সংশয়বাদী এবং তাঁহার মতে সভ্যতার উন্নতির সহিত ঈশ্বর-জ্ঞান ও নৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান ক্রমে হ্রাস হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। আমরা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, এরূপ গুরুর শিষ্য হইয়া একজন সরলপ্রাণা রমণী যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞান মানবাত্মার প্রকৃতিমূলক এবং তাহা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, কালসহকারে উন্নত ও বিশুদ্ধ আকারে পরিণত হইতে থাকিবে।

গত ৮ই আশ্বিন কলিকাতা সিটী কলেজ-গৃহে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা অতি সুন্দররূপে প্রচারিত হইতেছে। সভাস্থলে পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীদিগের জন্য যে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর পারিতোষিক সজ্জিত ছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন। এই সভার বিশেষ কার্য্যবিবরণ পাঠিকাগণের গোচর করিবার মানস রহিল।

প্রকৃত শিক্ষা কি ও তাহার প্রধান সহায় কে?

আমাদের দেশে ক্রমেই শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বৎসর বৎসর হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেহ বা আরও উন্নতির চেষ্টা পাইতেছেন, কেহ বা সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন, এই শিক্ষার ফলও আমরা কিছু কিছু দেখিতেছি। লোকে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে; পাঁচটা জ্ঞানের কথার আলোচনা করিতেছে; সংবাদপত্র পড়িতেছে ও লিখিতেছে। এ সকল যে শিক্ষার সুফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই শিক্ষা এক দিন পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা আর থাকিতেছে না। প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা ইচ্ছা করুন আর না করুন, বাতাসের দিন বাঁশবনে আগুণ দিলে যেমন সেই অগ্নি এক পত্র হইতে আর এক পত্রে আপনা আপনি যায়, সেইরূপ এই যে শিক্ষার অগ্নি দেশ মধ্যে জ্বলিয়াছে—ইহাও এক হৃদয় হইতে আর এক হৃদয়ে গমন করিবে, সহজে নিবারণ করা সাধ্য নয়। জ্ঞানস্পৃহা মানব অন্তরের অতি স্বাভাবিক ভাব। শরীর যেমন অন্নের জন্য

ক্ষুধিত হয়, মানবের মনও নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিষয় জানিবার জন্য ক্ষুধিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই জ্ঞানক্ষুধা চরিতার্থ করিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং পুরুষেরা বিশেষ অনুকূল না হইলেও রমণীরা যত্নপর হইয়া নানা দিক হইতে জ্ঞানায় সংগ্রহ করিতেছেন। ইহার উপর দেশমধ্যে চারিদিকে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য নানা সভার আয়োজন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরকালের মধ্যে যে স্ত্রী-সমাজেও শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মনে কতকগুলি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে যেগুলি প্রধান, নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। অজ্ঞ লোকের চিন্তাশক্তি জড়ভাবাপন্ন। যে চিন্তাশক্তির গুণে জগতের এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞানের এত বিস্তার হইয়াছে, মানুষের শক্তি ও প্রভাব এত বাড়িয়াছে, সেই চিন্তাশক্তি শিক্ষার অভাবে আলানে বদ্ধ হস্তীর ন্যায় আপনার শক্তি ও ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া বাস করিতেছে। শিক্ষা এই চিন্তাশক্তিকে বিকাশিত করিয়া ইহার নিজের শক্তি ইহার নিকট প্রকাশ করে। যে সকল বিশ্বাস মানুষ এক সময়ে অবিচারিত চিত্তে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে সকল সামাজিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম নিঃসন্দেহে পালন করিয়া আসিতেছিল, যে সকল পারিবারিক বা সামাজিক শৃঙ্খল অসংকোচে বহন করিয়া আসিতেছিল, জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত চিন্তা শক্তি তখন ঐ সকলের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এই স্বাধীন চিন্তার ফলে মানুষের স্বীয় অধিকারের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বে যে সকল দাসত্ব বহন করিতে ক্লেশ হইত না, এখন ক্লেশ হইতে থাকে, পূর্ব্বে যে সকল আশা ও বাসনার উদয় হইত না, এখন সেই সকল বাসনা প্রাণে উদিত হয় এবং মানবের মনে এক প্রকার নূতন ভাব উপস্থিত হইতে থাকে।

শিক্ষিত যুবক দলের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন সকল সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাঁহারা অনেকে এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে দেশের প্রচলিত রীতি নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। যদিও লোকভয়ে সকল সময়ে সকলে বিপরীতাচরণ না করুন, সে সকলের প্রতি তাঁহাদের প্রাণগত আস্থা নাই। প্রাচীন কালের সামাজিক শাসন ও ধর্ম্ম শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়াতে, অনেক স্থানে অনেক প্রকার কুৎসিত ফল ফলিতেছে। যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল, পানাসক্ত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মনে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল দেখা যাইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার অতি অল্পই প্রচার

হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদেরও মনে এই অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার বাসনার লক্ষণ সকল ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার বাসনা শিক্ষা লাভের অবশ্যম্ভাবী ফল।

আমরা এদেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া এই মানসিক পরিবর্ত্তন ও তদনুযায়ী সামাজিক পরিবর্ত্তনের দিন অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং কি উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার অনিষ্টফল নিবারণ হইয়া ইষ্ট ফল জন্মে ইহা আমাদের ভাবনার বিষয়। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের একটী সুন্দর কবিতা আমাদের স্মরণ হইতেছে :—

'অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥'

ইহার অর্থ এই। আজ্ঞাবহ ভৃত্যদিগের দ্বারা রমণীদিগকে গৃহের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন না, কিন্তু যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।”

এই কবিতার অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে শিক্ষায় মানুষ আপনাকে সুপথে রক্ষা করিতে পারে, তাহাই সুশিক্ষা; এবং আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জগতে ভাল পথও আছে, মন্দ পথও আছে। সৎকর্ম্মও আছে, অসৎকর্ম্মও আছে, সদ্দৃষ্টান্তও আছে, অসদ্দৃষ্টান্তও আছে। দশটী ছেলের মধ্যে পাঁচটী কেন সৎ এবং অসৎ দুই দেখিয়া অসৎটী অবলম্বন করে, সৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অসতেরই আচরণ করে, এবং সদ্দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হইয়া অসৎ দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করে। আবার পাঁচটীই বা কেন তদ্রূপ হয় না? ইহার দুটী কারণ আছে। প্রথম, পিতা মাতা হইতেই প্রাপ্ত দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়, কুশিক্ষা। শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার গুণে সৎ অসৎ উভয় জানিয়া মানুষ সৎকে অবলম্বন করিবে।

এখন বিবেচনা করা যাউক সৎপথ মানুষ অবলম্বন করে কেন? অসতের প্রতি ঘৃণা, সতের প্রতি আদর এবং সৎ হইবার ইচ্ছা এ তিনটী না থাকিলে মানুষ সৎপথ অবলম্বন করে না। অতএব শিক্ষার দ্বারা এই তিনটীর উপায় করিবার চেষ্টা করা উচিত। গৃহ এবং পরিবারই এই তিন প্রকার শিক্ষা দিবার প্রধান স্থান। বিদ্যালয় ও গ্রন্থ সকল সেই শিক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে, এই মাত্র। যে শিক্ষাতে মানুষ মানুষ হয়, তাহা প্রধানতঃ পিতা মাতারই উপর নির্ভর করে। যাহার অন্তরে সাধু কামনা প্রবল থাকে, যাহার মনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর থাকে, এরূপ ব্যক্তিই গ্রন্থ এবং বিদ্যালয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহার সে সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহার নিকট গ্রন্থ খুলিয়া রাখিলেই

বা ফল কি ? যে বস্তুর গুণে সে সেই সকলের সদ্ব্যবহার করিবে, সে বস্তুটী তাহার অন্তরে নাই।

পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম ও সাধুতার রক্ষা করিবার ভার রমণীর হস্তে। জননীর অন্তরে যদি প্রকৃত সাধুতা থাকে, যদি তাঁহার অসাধুতার প্রতি ঘৃণা, সাধুতার প্রতি আদর, ও সাধুতা লাভের ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণও সেই সকল সদ্গুণ লাভ করে। জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া সন্তান অধর্ম্মপথ হইতে ফিরিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। অগষ্টিনের মাতা মনিকার দৃষ্টান্ত পাঠিকাগণ জানেন। কিছুদিন হইল আমেরিকা দেশের প্রেসিডেণ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তা গারফিল্ড সাহেব একজন শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে অধর্ম্ম পথ বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইয়া যখন তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাড়ী হইতে বহির্গত হন, তখন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননী তাঁহাকে অপরাপর কথার মধ্যে বিশেষভাবে দুইটী অনুরোধ করিয়াছিলেন "অধর্ম্মকে বিষজ্ঞান করিও এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে ভয় পাইও না।" গারফিল্ড অতি সামান্য পদ হইতে সর্ব্বোচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অনেক প্রলোভন ও প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে হইয়াছিল; এই সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে একটী গুণে গারফিল্ড সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি সহস্র সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও অধর্ম্মাচরণ করিতেন না, এবং সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে স্খলিত হইতেন না। আমাদের দেশের মাতারা কবে এইরূপে আপনাদের সন্তানগণকে শিক্ষিত করিবেন ? জগদীশ্বর সেই দিন ত্বরায় আনয়ন করুন।

নারী-চরিত।

ক্রিশ্চিয়ানা।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই ডিসেম্বর সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিশ্চিয়ানার জন্ম হয়। ঐ দেশের রাজা মহৎ গস্টেভস্ আডল্ফস্ ইঁহার পিতা এবং ব্রাণ্ডেনবর্গের মেরিয়া ইলিওনোরা ইঁহার মাতা। ইঁহার পিতা ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; যেখানে যাইতেন, সেইখানে প্রিয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ১৬৩৩ সালে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে ক্রিশ্চিয়ানা

সিংহাসনারূঢ়া হন। সেই তরুণ বয়সেই আপনার উচ্চপদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বিষয়ে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন, এবং ধার্য্য, বিনয় ও চতুরতার সহিত দুরূহ রাজকীয় কার্য্যাদি সমাধা করিতেন। গ্রীক্ ও রোমান্ জাতিদ্বয়কে এবং প্রাচীন সময়ের বীরগণকে তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেকের অপেক্ষা যদিও তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু স্বীয় বিদ্যার গর্ব্ব কখনও করিতেন না; সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার আনন্দ হইত। আপন মাতৃভাষার ন্যায় লাটিন, ফরাসী, স্প্যানী ও ইতালীভাষাতে তিনি অবাধে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

ক্রিশ্চিয়ানা যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ইউরোপের রাজা ও রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার পাণি গ্রহণে উৎসুক হন। তিনি বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। চার্লস্ গাসটেভস্ নামে অন্যতম বিবাহার্থীকে স্বীয় উত্তরাধিকারী পদে বরণ করেন। একদা আপনার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন "কেন তোমরা আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ কর? বিবাহ করিলে হয়ত এমন পুত্র গর্ভে ধরিব যে হয় নিরো * হইবে, নয় অগষ্টস্ † হইবে।"

রাজ্যের আপামর সাধারণ ক্রিশ্চিয়ানাকে ভাল বাসিতেন। গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার দানশীলতায় তাঁহার সকাশে চিরবাধিত থাকিতেন। গুণী ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার যে অনুগ্রহ ছিল, তাহা যদি কখনও কুসংস্কারে বা পক্ষপাতিত্বে দূষিত হইত, তাহা হইলে তিনি অচিরে সেই ভ্রম আবিষ্কার করিতেন ও তাহা সংশোধন করিতেন। নিজ পদ ও কর্ত্তব্য কার্য্য ভারবহ জ্ঞান করিয়া ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবকাশ লাভ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রজাবর্গ ও চার্লস গসটেভসের অনুনয়ে আর দুই বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া অবশেষে রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায় গ্রহণে রাজ্যের সকল লোকেই শোকার্ত্ত হইয়াছিল।

অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া ৬৩ বৎসর বয়ক্রম কালে, ১৬৮৯ সালের ১৫ই এপ্রেল রোম মহানগরীতে ক্রিশ্চিয়ানা দেহত্যাগ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শুদ্ধ তাঁহার নীতি-সূত্রাবলী (Maxims and Sentences) ও সেকেন্দার সাহের জীবনী (Reflections on the Life and Actions of Alexander the great) নামক গ্রন্থদ্বয় প্রচলিত আছে।

---

* রোমের সম্রাট—যিনি আপনার মাতা এগ্রিপ্পা ও শিক্ষাগুরু সেনেকার প্রাণসংহার করেন এবং অনেক অত্যাচারে প্রজাদিগকে জ্বালাতন করেন।

† ইনি রোমের প্রথম সম্রাট, অতি দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন এবং অনেক রক্তপাত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

সকল স্ত্রীলোক স্বজাতির পোসাক পরিচ্ছদ ও কোমলত্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধায় পুরুষের ন্যায় হইতে যাব করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদিগের সপক্ষ ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের কতিপয় সার উপদেশ নিম্নে সংগৃহীত হইল :—

১। দুষ্ট দুরাচারদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ লোকদিগকে অধিক ভয় করিতে হইবে।

২। যাহা মিথ্যা তাহাই হাস্যাস্পদ।

৩। কেবল বড়লোকেই অকৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া এক প্রকার আনন্দানুভব করিতে পারেন।

৪। আপনার সম্বন্ধে আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই বলা উচিত নহে।

৫। সৎকার্য্যানুষ্ঠানে কষ্ট সহ্য করাও ভাল।

৬। উপদেশ, চরিত্র সংশোধন ও মানসিক সান্ত্বনার নিমিত্ত আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি।

৭। যদিও দেশ কাল তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তথাপি ঊর্দ্ধে এমন এক নক্ষত্র আছে, যাহা মহাত্মাদিগের আত্মা সকলকে একত্র করিতেছে।

৮। জীবন তখনই অব্যবহার্য্য ও অসার, যখন আমাদিগের বন্ধুও থাকে না, শত্রুও থাকে না।

৯। বয়স অপেক্ষা আমরা আলস্যে অধিক বৃদ্ধ হই।

১০। নিষ্ঠুরতা নীচতা ও ভীরুতার ফল মাত্র।

১১। সত্য কথন ও সৎকার্য্য সাধন উভয়ের সহিত আমাদিগের উপাস্য পরমেশ্বরের সৌসাদৃশ্য আছে।

১২। জীবন এক পান্থশালা মাত্র, পর্য্যটনকালে আত্মা তথায় কিয়ৎক্ষণ মাত্র অবস্থিতি করে।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(২১২ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর।)

প্র। পতিব্রতা হইলেত ধর্ম্মলাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মলাভের ফল কি?

নি। ধর্ম্মলাভে পরকালে সৎগতি হয়।

প্র। পরকাল কাহাকে বলে?

নি। মৃত্যুর পর যে সময় তাহাকে পরকাল বলে। মৃত্যুর পর যে স্থানে আত্মা অবস্থিতি করে,তাহাকে পরলোক কহে।

প্র। আমি ঠাকুরাণী দিদীর নিকট শুনিয়াছি মৃত্যুর পর মানুষ ভূত প্রেতিনী হয়। ভূতের গল্প শুনে শুনে আমার এত ভয় যে রাত্রিতে গাছের দিকে

তাকাইলে বোধ হয় যেন ভূতে পা ঝুলাইয়া আছে।

নি। মৃত্যুর পরে মানুষকে ভূত বলে, তাহার কারণ আছে। যাহা গত হয় তাহাকে ভূত বলে। অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে অথবা সে গত হইয়াছে কিম্বা ভূত হইয়াছে ইহা একই কথা, এজন্য মৃত্যুর পর ভূত হয়। প্রমদা। মানুষ কাহাকে বলে জান?

প্র। আমিইতো মানুষ। আমাকে কি আমি জানি না?

নি। তুমি কে? তুমি কি হাত, না পা, অথবা চক্ষু?

প্র। আমি আমিই। হাত পা চক্ষু, আমি কেন?

নি। তবে তোমার শরীর তুমি নও?

প্র। আমার শরীর? তাইতো দিদী। আমার শরীরকে তো আমি বোধ হইতেছে না। বোধ হইতেছে যেন শরীরের মধ্যে আমি কোথায় আছি। শরীর আর আমি কি, আমাকে বুঝাইয়া দাও।

নি। যেমন এই ঘরে আমরা বসিয়া আছি, সেইরূপ তোমার শরীর তোমার ঘর। শরীর তুমি নও। ঘর যেমন ইট্‌ কাঠ চুণ শুরকি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ শরীরও বিবিধ পদার্থে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল সমস্ত পদার্থের মধ্যে পাঁচটী প্রধান মূল পদার্থ, তাহাদিগকে পঞ্চভূত বলিতেন। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটীকে মূল পদার্থ বলিতেন। এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন যে মূল পদার্থ পাঁচ নহে, তাহা ৬০ ষাটেরও অধিক। মূল পদার্থ যতই হউক, তাহাদ্বারাই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। মূল পদার্থ জড়, শরীরও জড়।

প্র। জড় কাহাকে বলে?

নি। যাহার জ্ঞান চেতনা নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারে না, তাহাকেই জড় বলে। তুমি ঐ পাতর খানাকে যেখানে রাখিয়াছ সেই খানেই আছে, যতক্ষণ না নড়াইবে ততক্ষণ নড়িতে পারিবে না। এজন্য উহাকে জড় বলে। শরীরও জড়। মৃত শরীর চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না। যদি শরীর মানুষ হইত, তাহাহইলে যতদিন শরীর থাকিত, ততদিন মানুষও থাকিত। শরীর মানুষ নহে। শরীরের মধ্যে যে চেতন আত্মা আছে, তাহাই মানুষ। আত্মার ইচ্ছাতেই শরীর কার্য্য করে। তুমি কলের গাড়ী দেখিয়াছ। কলের গাড়ী কত শীঘ্র চলিতে পারে। কিন্তু একজন তাহাকে না চালাইলে তাহা একপাও চলিতে পারে না। শরীর যেন কলের গাড়ী, শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, সেই আত্মাই শরীরের চালক। আত্মাই চলে, কথা বলে, দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, শরীর তাহার যন্ত্র মাত্র।

প্র। আত্মার রূপ কি, তাহার হাত পা কি আছে?

নি। আত্মার রূপ নাই। আত্মা নিরাকার, সুতরাং তাহার হাত পা নাই।

প্র। আত্মার রূপ নাই, তবে তাহাকে কিরূপে দেখিব?

নি। তোমাকে কি তুমি দেখিতেছ না? তোমার সুখ দুঃখ শোক সন্তোষ তাহা কি বুঝিতে পার না?

প্র। হাঁ তা পারি। সুখ দুঃখ বেশ বুঝিতে পারি।

নি। তাহাহইলেই তুমি তোমাকে দেখিতেছ। নিরাকার আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করা যায়।

প্র। আত্মার গুণ কি?

নি। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা আত্মার গুণ। বিদ্যা শিক্ষা, ঈশ্বর ভজনা, কর্ত্তব্য পালন এইসকল কার্য্য আত্মার উন্নতির কারণ।

প্র। যদি শরীর আত্মা নহে, তবে শরীরে ক্ষুধা হয় কেন?

নি। ক্ষুধা আত্মার গুণ নহে, শরীরের গুণ। বৃক্ষ যেমন জল বায়ু তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শরীরেরও আহারের প্রয়োজন। শরীরের পদার্থ সকল মল মূত্র নিশ্বাসের আকারে ক্রমশই ক্ষয় হইতেছে। শারীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হইলে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই দুর্ব্বলতাকে ক্ষুধা বলে। শরীরের মধ্যে দুই প্রকার বস্তু আছে। ঘন পদার্থ ও তরল পদার্থ। ঘন পদার্থের অভাব হইলে ক্ষুধা হয়। তরল বস্তুর অভাব হইলে পিপাসা হয়। এই জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণার পর আহার ও পান করিলে শরীর সবল হয়। শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকে, শরীর সজীব থাকে। আত্মা শরীরকে ত্যাগ করিলেই শরীর অবশ হয়, তাহাকেই মৃত্যু বলে। শরীর মৃত হইলে আর তাহার আদর থাকে না। তখন শরীরকে ফেলিতে পারিলেই হয়। যে শরীরে কত স্নেহ মমতা, তাহা বাটী হইতে লইয়া গেলে গোবর ছড়া দেয়। ইহাতেই বোধ কর শরীরকে কেহ মানুষ জ্ঞান করে না। মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া কাঁদিতে থাকে, 'কোথা গেলে গো'। শরীরের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে থাকে, তাহাকেই পরলোক বলে।

প্র। সেস্থান কেমন?

নি। পৃথিবীর কোন মনুষ্য তাহা দর্শন করে নাই। একন্য সেস্থান কেহ বর্ণনা করিতে পারে না।

প্র। যেস্থান কেহ কখনও দেখে নাই, সেস্থানের উল্লেখ ই বা কেন?

নি। মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই। কারণ পরমেশ্বর যত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কিছুই ধ্বংস হয় না। যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা শরীরের ধ্বংস নহে, শারীরিক পদার্থের বিকার মাত্র। মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে শরীর হয়, আবার শরীরের সেই সমস্ত পদার্থ বিকৃত হইয়া জল বায়ুর সঙ্গে মিশাইয়া

যায়। এক জনের শরীরের পদার্থ খাদ্য কি রবে মিশাইয়া গেল, হয় তো তাহারই পুত্র কন্যাগণ সেই খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আহার করিতেছে। আত্মার, এরূপ বিকার হয় না। আত্মা নিরাকার, তাহার সংযোগ বিয়োগ নাই। শরীরের বিয়োগ হইলে আত্মা পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। পৃথিবীতেও আত্মা পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং পরমেশ্বরই আত্মার পরম লোক, পরমপদ।

প্র। তবে স্বর্গ নরক কোথায়?

নি। স্বর্গ নরক কোন স্থান নহে। আত্মা পাপ করিয়া যে আত্মগ্লানি ভোগ করে, তাহাই নরক। পুণ্য করিয়া যে আত্মপ্রসাদ ভোগ করে, তাহাই স্বর্গ।

প্র। তবে যে, বলে, যমের বাড়ী আছে, সেখানে নরককুণ্ড আছে! চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া হিসাব করিয়া দণ্ড দিয়া থাকেন?

নি। ওসকল কথা কবির কল্পনা। আত্মা যখন নিরাকার, তখন তাহাকে অগ্নির ও বিষ্ঠার মধ্যে কি প্রকারে নিক্ষেপ করিবে? আত্মা নিরাকার, তাহার স্বর্গ নরকও নিরাকার। পৃথিবীতেও মানুষ স্বর্গ নরক ভোগ করে। পুণ্য করিলে মনে সুখ হয়, পাপ করিলে গ্লানিতে আত্মা দগ্ধ হয়। ইহাকেই স্বর্গ নরক বলে। যাহা পৃথিবীতে ভোগ হয় না, মৃত্যুর পরে তাহা ভোগ করিতে হয়। পতিব্রতা পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ অনুভব করেন। পতিব্রতা যদি পতিসেবা করিয়াও অন্য পাপ করেন, তাঁহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

প্র। আমার আরও অনেক জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আজি সন্ধ্যা হইল, ঘরে যাই। কল্য আসিয়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিব।

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা।

(১১১ সংখ্যার ১২১ পৃষ্ঠার পর)

সুবিখ্যাত ডারউইন সাহেব দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটনাক্রমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতীব আশ্চর্য হইলেন। একখানি জাহাজ, দুইটী গির্জ্জা এবং একটী বাটী বজ্রাঘাতে ধ্বংস হইয়াছে। তাড়িতাগ্নিতে গির্জ্জার ঘণ্টা গলিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়াতে নিম্নস্থ চৌকী টেবল প্রভৃতি ছিদ্রময় হইয়াছে, ঘণ্টার তার যে স্থান হইতে

ঝুলান ছিল, তাহার উভয় পার্শ্ব কাগজ দিয়া মোড়া ছিল, এই কাগজ পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। প্রাচীর যেন কামানের গোলায় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, গৃহের একদিকে প্রাচীরের ইষ্টকাদি বিপরীত দিকের প্রাচীরে আহত হইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। এক খানি আরসী ছিল, তাহার গিল্‌টী করা ফ্রেম কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। রাইওপ্লাটার তীরে কতকগুলি বালুগিরি ছিল, তাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়া বহু সংখ্যক (cylinder) শিশির চুঙ্গী উৎপন্ন করিয়াছে। শিশি গুলি দেখিতে চিক্কণ, বেড়ে দুই বুরুল এবং তাহার বেধ এক বুরুলের ২০।৩০ ভাগের এক ভাগ। চারি শ্রেণী এইরূপ শিশি সজ্জিত রহিয়াছে। বিদ্যুৎ শিশিল বালুকায় পড়িয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া এইরূপ আশ্চর্য্য গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা এইরূপ শিশি গঠন অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। ডাক্তার প্রীষ্টাল বলেন এক বৃক্ষতলে এক জন মনুষ্য বজ্রাহত হইয়া মরে, তাহার নিম্নস্থ মৃত্তিকায় এইরূপ শিশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কম্বর্লণ্ডের ড্রিগ নামক স্থানে বজ্রাঘাত হয়, তাহার ৩০ হাত স্থানের মধ্যে তিনটী শিশি দেখা যায়, একটী ৩০ ফিট মাটীর নিম্নে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি বালুকাময় ভূমিস্থ খড়ের গাদা পুড়িয়া কাচ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যুতের এরূপ অদ্ভুত কার্য্য কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। বিদ্যুৎকে উপযুক্তরূপে চালাইতে পারিলে উহা যে অনেক গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সময়ণ্ডলে বিদ্যুতের ক্রীড়া সচরাচর দেখা যায়, এবং গ্রীষ্মকালে তাহার প্রভা অধিক উজ্জ্বল হয়, নিম্নতল অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা আরও ভয়ানক আকারে দৃষ্ট হয়। মেরু প্রদেশের দিকে যত যাওয়া যায়, বিদ্যুতের তেজ ততই নিস্তেজ এবং বজ্রের নির্ঘোষ ততই মৃদু ভাব ধারণ করে, ইহাদ্বারা কোন অনিষ্টপাত হয় না। আইসলণ্ড দ্বীপে শীতকালে আকাশময় বিদ্যুৎ বিস্তারিত হয়, বোধ হয় যেন বায়ুমণ্ডলে আগুন লাগিয়াছে। এই সময় বাতাস প্রবল হয় এবং তুষার সকল সবেগে চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা বিশেষ কোন হানি হয় না, কেবল রাঙা আকাশ দেখিয়া গো মেষাদি পশু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতের উপর আছাড় খাইয়া পড়ে। এই দ্বীপের রাজধানী রিক্কিয়াবিকে ১৮ ৩৩ ও ৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বজ্রধ্বনি একবার মাত্র শ্রুত হয়। জিসেক নামক এক সাহেব গ্রীনলণ্ড দ্বীপে ৬ বৎসর কাল বাস করেন, ইহার মধ্যে বজ্রনাদ এক বার মাত্র শুনিতে পান।

বিদ্যুতের আলো তিন প্রকার আকারে দেখা যায়—বক্র বা আঁকা বাঁকা, প্রশস্ত এবং গোলাকার। প্রথম প্রকারের বিদ্যুৎ

এক বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘাকার রেখাতে চলিয়া থাকে এবং কখনও কখনও দুই তিন শাখায় ভগ্ন হইয়া পৃথিবী বা পৃথিবীস্থ পদার্থের উপর পতিত হয়। ইহা শুভ্র, ধূমল, বা বাইলেট বর্ণের দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্যুৎ মেঘের ধার হইতে বাহির হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশকে আলোকিত করিয়া আবার যেন মেঘের অঞ্চলে লুকাইয়া যায়। ইহাতে লোহিত, নীল ও বায়লেট বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যুৎ ভাঁটার মত গোল, অনেকটা স্থির এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়া থাকে। প্লাইমাউথ নিবাসী হার্ডার সাহেব যখন চার্লস্ মাউথ পাহাড়ে উঠিয়া ছিলেন, তখন তাহার নিকট একটী বিদ্যুৎ-জলিত মেঘ চলিয়া আসিতেছে বোধ হইল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া একটী নিরাপদস্থলে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে নিকটে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। বিদ্যুৎ একটী বৃহৎ অগ্নিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হইল, তাহার পশ্চাতে ঝলকে ঝলকে আলোক জ্বলিতেছে। ইহা তাঁহার নিকটে পড়িয়া পর্ব্বততলস্থ একটী নির্ঝরিণীকে আলোক নদী করিয়া দিল এবং পরে অদৃশ্য হইল।

অনেকে আকাশে অগ্নির গোলা চলিতে দেখিয়াছেন, ইহা যে বিদ্যুতের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আডমিরাল চার্মার্স বিলাতের রয়াল সোসাইটী নামক সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন "১৭৪৯ সালের ৪ঠা নবেম্বর বাহিরের ডেক হইতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় জাহাজের একজন কর্ম্মচারী যে দিক্ দিয়া বায়ু বহিতেছিল, সেই দিক্ পানে চাহিতে বলিলেন। সেদিকে সমুদ্রের জলের উপর ৩ মাইল দূরে জাঁতার মত বৃহদাকার ও নীলবর্ণ কয়েটী আগুনের গোলা গড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে বোধ হইল। চক্ষুর নিমেষে ইহা একশত হস্তের মধ্যে দেখা দিল এবং তথা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ উর্দ্ধ দিকে লম্ফমান হইয়া জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তুলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।" ১৮২৭ সালের জুন মাসে মালবোর্ণ পাহাড়ে যে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হয় এবং যাহাতে দুইটী মহিলা এককালে গতাসু হন, তদুপলক্ষে বর্ণিত আছে যে বিদ্যুৎ একটী অগ্নির শিখার ন্যায় হইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাদিগের আশ্রয় স্থান গৃহাভিমুখে আসিতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যুৎ সচরাচর যেরূপ দ্রুতগতিশীল ও চঞ্চল, তাহাতে এরূপ স্থির ও বহুক্ষণস্থায়ী অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন মেঘ হইতে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণ তাড়িত-পদার্থ নির্গত হয়, তাহা বায়ু মণ্ডলের

তাড়িত পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নিবর্ত্তুলাকারে নানাদিকে বিচরণ করিয়া থাকে। এটী একটী অতি আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ক্রিয়া।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা।

(২১২ সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

রামলিনীর জীবনের এই সময়ের স্বরূপ চিত্র তাঁহার একজন মাননীয়া সহচরী দ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই সহচরী এব্রাণ্টিসের ডচেস্ ম্যাডাম জুনো। যখন রামলিনী তাঁহার সম-পদস্থ ছিলেন, তখন অবধি ইনি তাঁহার সুপরিচিতা। ইনি বলেন, "যখন রামলিনী ম্যাডাম মিয়র উপাধি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ছয়ান্ন বৎসর হইবে। তখনও তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। তিনি যে যৌবন কালে একজন পরমসুন্দরী রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই প্রতীয়মান হইত। মেরিএনা ব্যতীত তাঁহার সকল কন্যাই তাঁহার মত সুন্দরী। তাঁহার আকার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব ছিল,—দৈর্ঘ্য পাঁচফুট এক ইঞ্চ, কিন্তু বয়সের বৃদ্ধির সহিত স্থূলতা বৃদ্ধি হওয়াতে বরং কিছু খর্ব্ব বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দৃঢ় এবং মূর্ত্তি প্রশান্ত; হস্ত ও পদের গঠন সুগোল ও সুন্দর; বিশেষতঃ তাঁহার পদযুগের গঠন অতীব চমৎকার, তেমন সুন্দর পদ আমি আর কাহারও দেখি নাই। তাঁহাকে এক জন নিখুঁত সাকারা সুন্দরী বলা যাইতে পারে, কেবল দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটু খুঁত ছিল—কুচিকিৎসা-নিবন্ধন শিরাচ্ছেদ হওয়াতে অঙ্গুলীটী নোয়ান যাইত না। এত বয়সেও তাঁহার একটীও দন্ত পতিত হয় নাই। তাঁহার হাস্য মধুর ও মনোহারী এবং মুখশ্রী উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট, নেত্রদ্বয় আয়ত না হইলেও মোহন ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সুধাময় দৃষ্টিতে স্বভাবের মাধুর্য্য চির প্রকাশিত। তাঁহার শরীরের প্রতি একটু অধিক যত্ন থাকাতে তিনি বেশ-বিন্যাসের বিশেষ পারিপাট্য করিতেন এবং সময়, বয়স ও পদোপযোগী মহা-মূল্য পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন—এমন কি ইউরোপের যাবতীয় পাঠরাণী, বিশেষতঃ ফ্রান্সের বিলাসী মহিলারাও এ বিষয়ে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন। বস্তুতঃ শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্য এবং বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য হেতু প্রকৃত বয়সের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অল্পবয়স্ক বোধ হইত। ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার থাকিলেও বাক্‌পটুতা ছিল না। তিনি

কথোপকথন কালে অনেকটা ভীতি প্রদর্শন করিতেন। বাস্তবিক তিনি দর্শকের তীব্র দৃষ্টিকে ভয় করিতেন। মানবপ্রকৃতি অধ্যয়নে তাঁহার চমৎকার নৈপুণ্য ছিল, দর্শন মাত্র সমাগত ব্যক্তি-দিগের মনোভাব জানিতে পারিতেন, এবং তাহারা তাঁহার বিষয়ে কে কিরূপ মন্তব্য বা অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, তাহাদিগের বিদায় হইবার পূর্ব্বেই তাহা ঠিক্ করিয়া রাখিতেন।

রামলিনী এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ও লোকপাল-সেবিত সম্রাট জননী হইয়াও সর্ব্বদা নির্জ্জনে কালাতিপাত করিতেন। বিলাসপরায়ণ ফরাসী জাতির চক্ষে এরূপ ব্যবহার নিন্দনীয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র দোষ ছিল না। লুসিএনের অসম সাহস ও অদম্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই সম্রাটের অসুখের কারণ হইত, মাতা লুসিএনের পক্ষপাতিনী, এইজন্য তাঁহার প্রতিও সম্রাটের বিরুদ্ধ ভাব। তিনি বাক্যে ইহা প্রকাশ না করুন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে অপ্রকাশিত থাকিত না। চতুর ফরাসীজাতি ইহা বিলক্ষণ বুঝিত। পাছে সম্রাটের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও সম্রাটমাতার সহিত সাক্ষাৎকারে কেহই সাহসী হইত না, অগত্যা তাঁহাকে নির্জ্জনেই কালাতিপাত করিতে হইত। কেবল রাজরীত্যনুসারে নববর্ষোপলক্ষে প্রধান অমাত্যবর্গ এক এক বার অভিবাদন করিতে আসিতেন, ইহাতেই তাঁহার সামাজিক সম্মিলন যৎকিঞ্চিৎ সংসাধিত হইত।

রঙ্গভূমে নায়কের অবস্থাব্যঞ্জক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক সকল মুহূর্ত্তের মধ্যে অভিনীত দেখিয়া মনে যত না বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, এই অসামান্য বীরজননীর জীবন-নাটিকা পাঠে ততোধিক বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দিবস আঁধার গর্ভস্খলিত হইয়া কতিপয় ঘণ্টা ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার আঁধারে লীন হয়; পতিত বারি বিন্দু উল্লাসে ঊর্দ্ধে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ গগন মাঝে বিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিম্নে পতিত হয়, ধূলারাশি বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ধূলিসাৎ হয় এবং নিম্নস্থ অর চক্রমগুলের ঊর্দ্ধতম দেশে আরোহণ করিয়াও আবার অধস্তন দেশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল দৈনন্দিন ঘটনা সাধারণের মনে—আমরা বৈজ্ঞানিকের কথা বলিতেছি না—অণুমাত্র বিস্ময় উৎপন্ন করে না, কারণ সকলেই দেখিতেছে ইহাদিগের ক্রমের বিরাম নাই। দিন রাত্রি হইয়া আবার দিন হইতেছে, বারি বাষ্প হইয়া আবার বৃষ্টি হইতেছে, ধূলি উঠিয়া—আবার উঠিয়া পড়িতেছে—আবার উঠিয়া আবার নামিতেছে। কিন্তু বিপদ-জাত সম্পদ পুনর্ব্বিপদে পতিত হইলে আর কি উঠিবার সম্ভাবনা থাকে? গগন-স্খলিত উল্কা পিণ্ড আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেনা—বিটপি-চ্যুত পত্র আর বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না, বৃন্ত-ভ্রষ্ট ফল আবার

কুষ্মাতার ধারণ করে না। অনাথিনী দীনা রামলিনী আজি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট জননী, কিন্তু হায়, দেখিতে দেখিতে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সম্পদ তিরোহিত হইল। আবার তাঁহার অনাথিনী অবস্থা, আবার তিনি বিপদ-জালে বেষ্টিতা। তাঁহার জীবন সম্পদের অনিত্যতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

কানন-কুসুম।

প্রথম স্তবক।

প্রসন্ন-সলিলা, পীযূষ-বাহিনী,
পূত ভাগীরথী-তটে।
বিজন কুটীরে, থাকিত সে বালা,
কুসুমময় বনপটে॥
লতায় লতায়, জড়াইয়া বাহু,
করি গাঢ় আলিঙ্গন।
ঢাকিয়াছে সেই, পাতার কুটীর,
নলিনীর নিকেতন॥
চারি পাশে তার, ফুটি শত ফুল,
নাচিত মৃদুল বায়।
সুরভি তা'দের, আকুল অনিল,
ছড়াত নলিনী গায়॥
কোকিল কাকলী, পাপিয়ার পিউ,
শ্যামার মোহন তান।
ছেলে বেলা হ'তে শুনিতে শুনিতে,
বালিকা হারাত জ্ঞান॥
বন-নিবাসিনী, হরিণীর দল,
বাল-সহচরী সবে
নাচিত যখন, পাগলিনী বালা,
নাচিত হরষে তবে॥

ভেদিয়া নীরবে, তিমির নিশার,
কিরণ-বসনা ঊষা।
পূরব অচলে, হাসিতেন যবে,
মধুরে, কুসুম ভূষা॥
সে সময় ত্যজি, সাধের কুটীর,
একেলা পশিত বনে।
উঠিত গাহিয়া, বিহগ কূজনে,
কে জানে কি ভাবি মনে॥
ধীরে ধীরে যবে, প্রদোষের ছায়া
আঁধার—আঁধারময়।
ঢাকিত কুটীর, ঢাকিত অটবী,
ঢাকিত নদী-হৃদয়॥
সে সময় বালা, চুপি চুপি চুপি,
জাহ্নবী পুলিনে গিয়া।
হেরিত কেমন, চলেছে তটিনী,
প্রেম-পুলকিত-হিয়া॥
পূরণিমা রা'তে, শত শশী ছবি,
লহরে লহরে ধরি।
গায়িত যে গান, মন-সুখে নদী,
শুনিত তা' প্রাণ ভরি॥

এইরূপে কাল, কাটিত তাহার,
ছিলনা ভাবনা, ভয়।
এইরূপে ক্রমে, ষোলটী বছর,
কালস্রোতে পায় লয়॥

মধ্য-স্তবক।

সংসার সাগরে, এ চারু-কুসুম
একেলা ভাসিত শুধু।
কোন কূলে তার ছিল না গো কেউ,
চারিভিতে বারি ধুধু॥
কেবল একটী আছিল সে ভেলা
সে ভেলা—নরেন তার।
সে ভেলার বলে, করিত সে আশা,
পাইবে পাথারে পার॥
নলিনীর শুধু, ছিল গো নরেন,
নরেনের সে নলিনী।
এক বৃন্তে সেই, কুসুম যুগল,
যাপিত দিবা যামিনী॥
আকাশে যেমন, নীলিমা মিশান,
নীলিমায়—নভঃস্থল।
কমলে যেমন, মিশান সুরভি
সুরভিতে শতদল॥
করুণায় যথা, মিশান রমণী,
নারীতে করুণারাশি।
সুখেতে যেমন, মিশান বিষাদ,
বিষাদে সুখের হাসি॥
সেরূপ নলিনী, মিশান নরেনে,
নরেন সে নলিনীতে।
উভয়ের হৃদি,— পবিত্র প্রয়াগ,—
পুণ্য তীর্থ অবনীতে॥

কুটিল সংসার, সাধ্য কিরে তোর,
দেখাস্ এমন ছবি—
এমন পবিত্র, এমন সুন্দর,
পুলকে কহিছে কবি॥

অন্ত্য-স্তবক।

তখনো সে বনে, প্রভাতের মুখে
ফোটেনি কমল-হাসি।
শুধু আশে পাশে তরু ঝোপে ঝোপে,
তরল তিমির রাশি॥
তখনো বিহগে, কানন মাতায়ে,
গায়নি প্রভাতী গান।
শুধু ভাগীরথী, কুলু কুলু কলু,
ধরেছে ললিত তান॥
অলস অনিলে, পাতায় পাতায়,
মৃদু ঝুরু ঝুরু রব।
লতায় লতায়, ছিল যত কলি,
তখনো ফোটেনি সব॥
পূরণিমা শশী হাসিছে তখনো
ঘুমন্ত জোছানা-হাস।
ঢালিছে বিভোরা মালতী মল্লিকা
সুরভি অমিয় রা'শ॥
এমন সময় কুটীর দুয়ারে
দাঁড়ায়ে ডাকিল কবি—
"নলিনী নলিনী জাগ গো সরলা,
উঠগো স্বরগ ছবি॥
বাহিরে আসিয়া দেখ দেখি বালা,
যামিনী যে অবসান।
মলিন জোনাকী, মলিনা তারকা,
শশধর মুখ ম্লান॥

এস ত্বরা করি, লইয়া নরেনে,
চল মিলি তিন জনে,
প্রাত স্নান হেতু সুরনদী-নীরে,
বিপুল পুলক মনে ॥
কিন্তু আজি আর, কুটীর বাহিরে,
এলোনা নলিনী হায়।
শুধুই পবনে, কবির সে ডাক,
মিলায়ে মিলায়ে যায় ॥
বিস্ময়ে চকিত কবি সে তখন,
প্রবেশি কুটীরমাঝে।
হেরিল তথায়, নাহি সে প্রতিমা,
চারু বনদেবী সাজে ॥
বিজয়া বাসরে, উমার বিরহে,
ভকত হৃদয় যথা।
উদাস উদাস, নিরানন্দময়,
না শোনে আশার কথা ॥

আজিকে তেমনি, কবির হৃদয়,
না হেরে সে সরলায়।
নলিনী নলিনী ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিল পাগল প্রায় ॥
সহসা কবির, জড় গতিরোধ,
তাড়িত প্রভাবে যেন—
রহিল দাঁড়ায়ে পাথরে খোদিত
কঠিন মুরতি হেন ;
নড়েনা চড়েনা, পলক পড়েনা
বিশাল লোচনে তার,
শুধু নদীতটে, চাহিয়া চাহিয়া
নেত্রে ঝরে নীর-ধার ;
কি হেরিলে কবি — একি সর্ব্বনাশ,
নলিনী নরেন সনে,
লুটায় ভূতলে, যুগল কুসুম,
যেন ভীম সমীরণে।

আমি তোমাদের চাঁদ।

পাঠিকাগণ ! আমি তোমাদের চাঁদ। সূর্য্য দাদা একবার তোমাদের নিকট আপনার পরিচয় দিয়া তোমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমার তার প্রয়োজন নাই। তোমরা আমার পক্ষপাতী, আমাকে বড় ভালবাস, তা আমি জানি। তোমাদের কতকগুলি ভ্রমের কথা বলিতে আমি নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া আজি আসিয়াছি।

তোমরা আমাকে কত সুন্দর মনে কর এবং "বিধু" "সুধাংশু" "হিমাংশু" সুধাকর প্রভৃতি কত কোমল সুন্দর নামে সম্বোধন কর, কিন্তু আমি কৃষ্ণ চন্দ্র, তোমাদের পৃথিবীর মত কাল এবং মাটীতে গঠিত। সূর্য্য দাদা যখন আমার মুখে আলো ধরেন, তখনি আমি তোমাদের পৃথিবীর মত উত্তপ্ত হই, তোমরা জ্যোৎস্না পাও। তোমাদের পৃথিবীতে সূর্য্যের তাপে যখন তোমরা জ্বলিয়া মর, তখন আমি পৃথিবীটীকে কেমন মনোহর জ্যোৎস্নাপূর্ণ দেখিতে পাই !

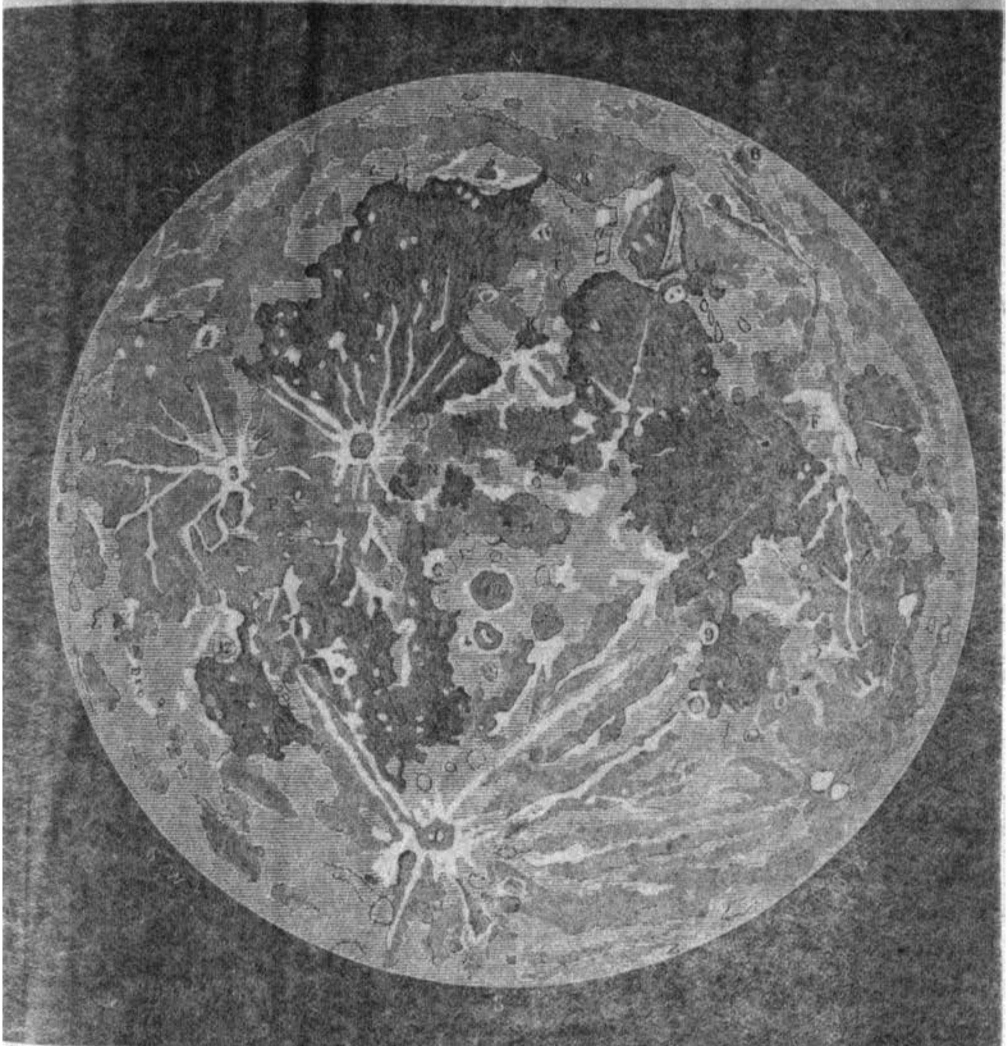

হে সুন্দরি! কি দেখিছ, চাহি চন্দ্রাননে,
আকাশের চাঁদ আজি পাইয়াছ হাতে,
রূপহীন, শোভি আমি রবির কিরণে,
আমার গৌরব বল কি আছে তাহাতে।

যাঁর করে রবি শশী হইছে উজ্জ্বল,
রমণী-বদন শোভে শত সুধাকর,
গাও তাঁর গুণ, হবে জীবন সফল,
শোভার আকর, তিনি প্রেমের সাগর।

আমি কোথায় থাকি এবং কত বড় তা কি তোমরা জান? তোমাদের ছেলেরা "আয় চাঁদ আয় চাঁদ" করিয়া হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিতে যায়। তোমরাও হয়ত মনে কর, তোমাদের মেঘ যেখানে চলে, আমিও সেইখানেই চলি। কিন্তু তোমাদের নিকট হইতে ২৩৭, ৬০০ মাইল দূরে থাকি। আমাকে সূর্য্যের সঙ্গে সমান বলিয়া মনে কর, কিন্তু আমার মত ৭ কোটি চন্দ্র তাহার কোলে পড়িয়া থাকিতে পারে। তবে আমিও নিতান্ত একটা গোলাগুলির মত নহি, আমার বেড় ৮ হাজার মাইলের অধিক। আমি তোমাদের পৃথিবীর অপেক্ষা একটু ক্ষুদ্র।

আমার কলঙ্ক লইয়া তোমরা কত কল্পনা করিয়াছ। কখন মনে করিয়াছ আমার মা বুড়ী কাটনা কাটিতেছে, কখন মনে করিয়াছ তোমাদের রূপসীদের মুখের সৌন্দর্য্যে লাঞ্ছিত হইয়া আমি একটী খরগোস কোলে করিয়া কাঁদিতেছি। কিন্তু একবার দূরবীণ চক্ষে দিয়া ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে, আমার উজ্জ্বল অংশ সকল উচ্চ পাহাড়ময় স্থান, অন্ধকারময় স্থান সকল গভীর উপত্যকা ভূমি, তথায় সূর্য্যের আলো যাইতে পারে না। ২০,০০০ ফিট উচ্চ পাহাড় সকলও আমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছি।

তোমাদের মানবজাতির অনেকে অনেক স্থানে আমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে। কেহ আমাকে পুরুষ, কেহ স্ত্রীলোক ভাবনা করিয়াছে। হিন্দুরা আমাকে রাঙা বর করিয়া ২৭টী তারকা সুন্দরীর সহিত বিবাহ দিয়াছে, গ্রীকেরা আপলোর ভগ্নী 'ডায়েনা' বলিয়া স্ত্রীলোকের দলে আমাকে ফেলিয়াছে, কালডীয়েরা 'অষ্টরথ' নামে আমার পূজা অর্চ্চনা করিয়াছে। কিন্তু আমি দেবতা নই, পুরুষ বা নারীও নই, আমি অনন্ত ঈশ্বরের হস্ত রচিত একটী জড় পদার্থ, তোমাদের পৃথিবীর সহচরী হইয়া আকাশ পথে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

তোমরা বড় নির্ব্বোধ, আপনার ছায়া দেখিয়া আপনারা ভয়ে মর। যখন আমার গ্রহণ হয়, তখন কি হয়? তোমাদের পৃথিবী সূর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, তাইতে পৃথিবীর গোল ছায়াটা আমার উপর পড়ে। কিন্তু তোমরা মনে কর, রাহু চণ্ডালে আমাকে খাইয়া ফেলিল। আমি যেমন তেমনি থাকি, পৃথিবী সরিয়া গেলেই আবার সূর্য্যের আলো পাইয়া উজ্জ্বল হই।

তোমরা আমার কলার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া কতখানাই ভাব, এবং পূর্ণিমার রজনীতে মনে কর আমার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইলে। কিন্তু তোমরা আমার এক পিঠ মাত্র দেখিতে পাও, আমার অন্য পিঠ যে কিরূপ তাহা সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত তোমাদের দৃষ্টির অগোচর রহিয়াছে। আমার এক পিঠ প্রতিদিনই জ্বলে, আমি প্রতিদিনই পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম হয়, তাই নানা তিথির

কল্পনা কর। অমাবস্যার দিন তোমরা আমাকে দেখিতে পাওনা, কিন্তু আমি তোমাদের এত কাছে কাছে থাকি, যে পূর্ণিমার দিন তত কাছে আসি না। তোমরা দেখ না দেখ, প্রশংসা কর না কর, আমি আপনার কাজ আপনিই করি। অমাবস্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তোমাদের পৃথিবীর যে উপকার করি, তাহাতেই আমার অধিক আহ্লাদ।

আমার যে রূপ নাই, তোমরা আমার সেই রূপের প্রশংসা কর, আর আমাকে দেখিয়া দেখিয়া পাগল হইয়া যাও। চকোর চকোরীকে আনিয়া আমার হাড় হইতে কত সুধারস নিংড়িয়া লও। কিন্তু আমার যথার্থ গুণ সাধারণে বুঝে না। আমি সমুদ্রের জল উথলাইয়া জোয়ার ভাটা উৎপন্ন করি, বৃক্ষ রাজ্যকে পালন করি, মনুষ্যের শরীরের রোগ ধরিয়া দি। আরও কত কাজ করি, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে।

তোমাদের পৃথিবীর মত বায়ু মেঘ আমাতে নাই, ইহাতে তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাতে জীবজন্তুর বাস নাই। কিন্তু তোমাদের পণ্ডিতদিগকে বলিও, ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি ও অনন্ত মহিমার বিষয় তাঁহারা কি জানেন! তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হউক, আমার বিষয় অনুসন্ধান কর, ক্রমে অধিক জানিতে পারিবে। জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া তোমাদের অনেক ভ্রম যাইতেছে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইতেছি, তোমাদের সকল ভ্রম দূর হইলেই আমি 'তোমাদের চাঁদ' তোমাদের হাতে ধরা দিব।

প্রণয় ও বৈধব্য।

সেবয় নামক প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক একবার সুইজরলণ্ডের জেনিবা নামক নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক দিন নগর অবরোধ করিয়া অবশেষে এক দিন রাত্রিকালে যখন রক্ষিগণ নিদ্রিত থাকে, সেই সময়ে উক্ত নগর আক্রমণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে নিশীথকালে দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা কয়েকজন মাত্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্গ-মধ্য স্থিত প্রহরীগণ জানিতে পারিলেন; তৎক্ষণাৎ সংকেত মাত্র সৈনিকগণ সশস্ত্র হইয়া আততায়ীদিগের প্রতি ধাবিত হইল এবং উক্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সদলে বন্দী করিল। অবিলম্বে সামরিক বিচারপতিগণ সম্মিলিত হইলেন এবং প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এই প্রাণ

দণ্ডের সংবাদ যখন উক্ত সম্ভ্রান্ত লোকের পত্নীর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি আলুলায়িতকেশে উন্মাদিনীর ন্যায় অতি দীন ভাবে সেই হত্যাস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় পতির নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য রক্ষিপুরুষদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কঠিন হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না; তাহারা তাঁহার অশ্রুজলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। উক্ত সাধ্বী রমণী ব্যাকুল হইয়া বধস্থানে অনিমেষে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার চক্ষের উপরে তাঁহাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করা হইল। মৃত দেহ যখন ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে নামান হইল, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মৃত দেহ যখন প্রকাশ্য স্থানে পশুপক্ষীর উদর পূরণার্থ নিক্ষিপ্ত হইল, তখন রমণী দৌড়িয়া গিয়া মৃতদেহের নিকট বসিলেন এবং পতির বিলীন মুখচ্ছবির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে কেহই সে স্থান ও সে অবস্থা হইতে তাঁহাকে সরাইতে পারিল না। ক্রমে অনাহারে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং তিনিও পতির দেহের পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমাদের দেশে বহু দিন সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল সুতরাং এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে অনেক বার ঘটিয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ শুনা যায়, অনেক স্থলে বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক দাহন করা হইত। কোন কোন স্থলে দুরাচারিণী রমণীরাও স্বীয় স্বীয় জীবনের কলঙ্ক আচ্ছাদন করিবার জন্য শেষকীর্ত্তি স্বরূপ দুষ্কর আত্মহত্যা কার্য্যে অগ্রসর হইত।

যেখানে বলপ্রয়োগ, সেখানে মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। যে রমণীর পাতিব্রত্যের কথা উপরে উক্ত হইল, তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ ছিল না, বরং যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সমাজ মধ্যে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সে সমাজ মধ্যে বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহিত হওয়া কিছুমাত্র লজ্জা বা সামাজিক অগৌরবের বিষয় ছিল না। তিনি মনে করিলে সুখে ও নিরাপদে বাস করিতে পারিতেন, অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া আবার ঐশ্বর্য্যের সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এ সকলকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করিলেন। তিনি যে আত্মহত্যা করিলেন, তাহা ধর্ম্মের চক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহার প্রণয়ের গভীরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা থাকাতেই তাঁহার সতীত্বের মূল্য এত অধিক বোধ হইতেছে।

চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে কার্য্যে মানবের স্বাধীনতা নাই, তাহাতে ধর্ম্মও নাই। আমরা যে মনে করিলে পাপ-পথে যাইতে পারি, অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির

আদেশানুসারে সেপথে গমন করি না, ইহাতেই আমাদের কার্য্য—ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি পশুদিগের স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায়, আমাদের কার্য্য বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা না থাকিত, যদি আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিত, যদি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অধর্ম্ম বর্জ্জন ও ধর্ম্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সৎকার্য্য সকল প্রশংসার যোগ্য হইত না।

সুতরাং এদেশে যে সহস্র সহস্র রমণী চিরবৈধব্য ভোগ করিতেছেন, তদ্দ্বারা দেশীয় রমণীগণের প্রণয় ও সতীত্বের যে অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহা নহে। কারণ এবিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। দেশে যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, এবং তখন যদি কোন নারী মৃত পতিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী হন, তবেই তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে।

যেখানে গভীর আন্তরিক প্রণয়, সেখানে পবিত্র বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্য আপনাপনি প্রস্ফুটিত হয়। প্রণয়ের স্বভাব এবং ধর্ম্ম এই যে ইহা একবার হৃদয়কে অধিকার করিলে মৃত্যুর পরেও মৃতবন্ধুকে পরিত্যাগ করে না। মৃত ব্যক্তির নামটী প্রাণমধ্যে জীবিত ও জাগরূক হইয়া থাকে। যাঁহাকে ভাল বাসি, তিনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন সেই ভাল বাসার মধ্যে পার্থিব ও শারীরিক ভাব সকল মিশ্রিত থাকে। কিন্তু মৃত্যু এই কার্য্য করে—যে সেই প্রণয় অগ্নিতে পরীক্ষিত স্বর্ণের ন্যায় সকল প্রকার পার্থিব ভাব পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ অপার্থিব ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। এই খানেই আমরা মানবের মহত্ত্ব অনুভব করি। অন্য কোন প্রাণীতে এরূপ অপার্থিব প্রণয়ের শক্তি দৃষ্ট হয় না। প্রণয় যখন অপার্থিব আকার ধারণ করে, তখন ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি স্বতই হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় সুতরাং প্রকৃত প্রণয়িনী ও প্রকৃত প্রণয়ীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অতি স্বাভাবিক। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা এই ভাবের পবিত্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য নারীর চির-বৈধব্যের বিধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক এরূপ বিধি প্রয়োগ ভাল হয় নাই, কারণ ইহাতে নারীর প্রণয়ের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে।

আপনাহইতে মৃত পতি বা পত্নীকে স্মরণ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের মস্তক আপনিই নত হয়। কারণ যখন দেখি যে মানুষ সুখাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতির উপর নিজের ধর্ম্মভাবের জয় স্থাপন করিয়াছে, তখন সেই মানব চরিত্রে আমরা দেবত্বের আভাস পাই। যে সমাজের দূষিত মত ও দূষিত বায়ু এই পবিত্র ভাব থাকিতে দেয় না, সে সমাজ নিকৃষ্ট। যেখানে ধর্ম্মভাব

বর্দ্ধিত হইতে পারে না। মানুষ আত্ম-সংযম করিতে পারিতেছে না; সুখ-স্পৃহা এত প্রবল যে তাহার জন্য লালায়িত হইতেছে; মৃত ব্যক্তির প্রণয় ভুলিয়া যাইতেছে; ইহা দেখিলে ধার্ম্মিক লোকে শোক করিয়া থাকেন।

অত্যাশ্চর্য্য প্রণয়ানুরাগ।

সম্প্রতি মার্কিন দেশে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্রের বয়স ৭৮ এবং পাত্রীর বয়স ৬৬। পাত্র পাত্রীর বয়সের কথা শুনিয়া আমাদিগের পাঠিকাদিগের অনেকে হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বলিবেন এ বৃদ্ধ বয়সে এমন দুর্ম্মতি কেন, যখন শ্মশান শয্যা করিবার প্রয়োজন, তখন বাসর-সজ্জার আয়োজন করা নিতান্ত উপহাসের বিষয়। যাঁহারা কেবল মাত্র নিতান্ত নীচ লক্ষ্যে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন; জীবস্থিতি রক্ষা ব্যতীত যাঁহাদিগের বিবাহের অপর কোন উচ্চ উদ্দেশ্য নাই, তাঁহাদিগের নিকট ইহা অতিশয় নিন্দনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধিমতি পাঠিকা, আপনাদিগকে এই বিবাহের আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এই দম্পতীর প্রণয় কেমন পবিত্র ও উজ্জল ভাবে তাহাদিগের হৃদয় ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মনুষ্য বৃদ্ধ হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়ের বার্দ্ধক্য দশা নাই; উহা স্থির যৌবন-সম্পন্ন এবং অনন্তকাল তাহাতে নবীনত্ব বিরাজ করে। সুতরাং বৃদ্ধের হৃদয়েও সজীব নবীন প্রণয় অবস্থিতি করিতে পারে, অথচ দুর্ভাগ্য বশতঃ যুবক সেই মহামূল্য ধনে বঞ্চিত থাকিতে পারেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে নববিবাহিত দম্পতীর কথা কহিতেছি, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মে নাই। পাত্রের নাম সওার্স; যখন সওার্সের বয়স বিংশতি বৎসর এবং যখন তাঁহার কপর্দ্দক মাত্রও সঙ্গতি ছিল না, তখন তিনি একজন ধনবানের দুহিতার এবং একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হন। এই কুলকন্যাও যুবকের প্রণয়ে মুগ্ধ হন। তখন এই রমণীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর। কিন্তু তাঁহার পিতা আপনার একমাত্র সন্তান, প্রাণসম দুহিতাকে এমন নির্ধন ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, যাঁহার আমার তুল্য ধন সম্পত্তি নাই, আমি কখনই তাঁহাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব না। আমার যে সম্পত্তি আছে, এক দিন সে সমুদায়ই আমার কন্যার হইবে। বিবাহার্থী যুবক

জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনার কত টাকার সম্পত্তি আছে?" গার্ত্রীর পিতা সগৌরবে উত্তর করিলেন, "প্রায় বিশ লক্ষ টাকার।" "বেশ আমি কালই পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছি. যত দিন আপনার কন্যার সমতুল্য ধনসম্পত্তি আমার না হইবে, ততদিন আমি তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রত্যাশা করিব না, আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা বলিয়া যুবক বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং প্রণয়িনী ও তাঁহার পিতা উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তৎপরদিবস পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অপর দেশ হইতে আমেরিকার ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করা যদিও অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার, তথাপি যাঁহার কপর্দক মাত্র সঙ্গতি নাই, তাঁহার পক্ষে বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই সহজ নহে। যাহাহউক ঈশ্বর-কৃপায় গওয়ার্সের ব্যবসায়ে প্রথম হইতেই লাভ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহার ৪৮ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি পশ্বাদি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হন; এবং অতি অল্পকাল গত হইল, তিনি এক দিন আপনার হিসাব পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহার তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। ধনলোভ আর তাঁহাকে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার ব্যবসায় বন্ধ করিলেন এবং প্রায় বিশলক্ষ টাকা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, কত উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন নাই। যাঁহার পবিত্র প্রেম তাঁহার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এত দিনে বহুকালের সঞ্চিত আশা পরিপূর্ণ হইল, তাঁহারা বিবাহ করিলেন।

পাঠিকা বলুন দেখি, উপন্যাসের কল্পিত চিত্র অপেক্ষাও এই প্রকৃত ঘটনার বৈচিত্র অধিক কি না? বাঙ্গালী যুবক, বাঙ্গালী যুবতি! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের প্রণয়ের এই গাঢ়তা ও এইরূপ স্থিরতা আছে কি না? আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি না, যিনি ৪৮ বৎসর কাল এইরূপ ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেন? ৪৮ বৎসর বলি কেন, যদি আত্মসঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে সমগ্র জীবনপাত করিতে হইত, অথচ তাহাতেও সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিত, তথাপি কি তাঁহারা পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে প্রণয় দান করিতে পারিতেন? না, তাঁহারা তাহা কখনই পারিতেন না।

বরং হিমালয় পর্ব্বত এক দিন বিচলিত হইতে পারে, তথাপি প্রকৃত প্রণয়ীর হৃদয় কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা সর্ব্বদা অটল ও অচল ভাবে অবস্থিতি করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালীর তরল প্রকৃতিতে এইরূপ গভীর প্রণয়ের দৃষ্টান্ত অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতি এ বিষয়ে অধিকতর অপরাধী। অনেকের প্রণয় বাতাসের অগ্রভাগে গমন করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদিগের হৃদয় একজনের প্রণয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যদি সেই প্রণয়-পথে কোন বাধা বা বিঘ্ন থাকে, তাহা অতিক্রম করিবার বিলম্ব তাঁহাদিগের সহ্য হয় না; স্থানান্তরে প্রণয় পাত্রের বা পাত্রীর অনুসন্ধানে তাঁহাদিগের হৃদয় ধাবিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়ে অসহিষ্ণু; প্রণয়-সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের এই অসহিষ্ণুতা সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রণয় অপর জাতিকে দৃঢ়সঙ্কল্প কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং অসাধ্য সাধনে ব্রতী করিয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালীকে অস্থির-প্রতিজ্ঞ, চঞ্চল ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া থাকে। অপরের পক্ষে যাহা সদগুণের হেতুভূত, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহাই অনিষ্টের মূল। যে প্রণয় মনুষ্যকে দেবতা করে, ভোগসুখ-রত বাঙ্গালী জাতিতে সাধারণ ভাবে সেই প্রণয় পিশাচমূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রণয়ের পৈশাচিক ভাব করে বঙ্গ সংসার হইতে দূর হইবে, কবে ইহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদিগের পাপচক্ষু পবিত্র হইবে? বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক যুবতি, আপনাদিগের হস্তে এই গুরু ভার সমর্পিত রহিয়াছে। আমরা দেবতা হইব, কি পিশাচ থাকিব, তাহা আপনাদিগের প্রণয়াদর্শের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। যে জাতির মধ্যে পবিত্র প্রণয়ের উচ্চভাব বিকশিত হয় নাই ভোগ সুখই যাঁহাদিগের প্রণয়ের প্রকৃত লক্ষ্য; সেই অধঃপতিত জাতির উত্থান পথ অনেক দূরে রহিয়াছে। প্রণয়ের আদর্শমূলে ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতি অবনতি নিহিত থাকে। অদ্যকার প্রস্তাবোল্লিখিত স্ত্রীপুরুষ যে মানসিক সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন, যে জাতিতে বা যে বংশে সেই মানসিক সামর্থ্য আছে, সেই জাতি বা সেই বংশের সন্তান কখনই অপদার্থ হইতে পারে না। পিতামাতার অনুরূপভাব লইয়া সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২১১ সংখ্যা ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

১৪৯২ খৃঃ অব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলম্বস বন্দর হইতে জাহাজ খুলিলেন। উপকূলভাগ লোকে লোকারণ্য। সকলেই তাঁহার কার্য্যের সফলতার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। কলম্বস প্রথমে কানেরি দ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই অল্প দূর মাত্র গিয়াই তিনি দেখিলেন যে জাহাজ গুলির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। তিনি যথাসাধ্য পোতগুলি মেরামত করাইয়া লইলেন এবং নূতন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, কানেরিপুঞ্জের সর্ব্ব পশ্চিমস্থ গোমেরা দ্বীপ হইতে আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই স্থানেই আবিষ্কার-কার্য্য আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। কলম্বস ঠিক্ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া শীঘ্রই অপরিচিত সমুদ্রে আসিয়া পড়িলেন। প্রথম দিন ভাল বাতাস না থাকাতে তিনি অধিকদূর যাইতে পারেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কানেরিপুঞ্জ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। নাবিকদের মধ্যে অনেকেই ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; একণে তাহারা স্থল অদর্শনে একেবারে হতাশ হইয়া, বক্ষে করাঘাত করতঃ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের যাত্রা সফল হইবে ও যে সকল দেশে যাওয়া হইতেছে তথায় প্রভূত অর্থ লব্ধ হইবে এই বলিয়া কলম্বস তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। স্পানীয় নাবিকগণ এতদিন কেবল ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে পোত চালনা করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের নিকট কলম্বসের জ্ঞান অত্যন্ত উচ্চদরের বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি প্রথম হইতেই নিজে সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আদেশমতে সকল কার্য্য হইতে লাগিল। তিনি কয়েক ঘণ্টা অতি অল্প মাত্র নিদ্রা যাইতেন; অবশিষ্ট সমস্ত সময় ডেকের উপর কাটাইতেন। এই অর্ণবভাগ অজ্ঞাত বলিয়া তিনি সর্ব্বদা স্বহস্তে জল পরিমাপক ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া থাকিতেন। পর্টুগীজ নাবিকদিগের ন্যায় তিনি জোয়ার ভাঁটা ও সামুদ্রিক স্রোতে পক্ষীদিগের গতিবিধি এবং মৎস্য ও সামুদ্রিক লতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং যখন যাহা দেখিতেন ও যখন যে ঘটনা ঘটিত তাহা এক দৈনিক পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন। নাবিকগণ পূর্ব্বে

সমুদ্রপথে এতদূর কখন আসে নাই। সুতরাং তাহারা বাস্তবিক কতদূর আসিয়াছে জানিতে পারিলে অত্যন্ত ভীত হইবে, এই আশঙ্কায় কলম্বস তাহাদিগের নিকট প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতেন না। গোমেরা পরিত্যাগের পর দ্বিতীয় দিবসে তাহারা ১৮ লিগ অর্থাৎ প্রায় ২৭ ক্রোশ আসিয়াছিল; কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে বলিলেন যে জাহাজ ১৫ লীগের অধিক আসে নাই। সমস্ত পথ তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা কানেরিদ্বীপের পশ্চিমে দুই শত লীগের অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। কোন স্পানিয়ার্ড ইতিপূর্ব্বে স্থল হইতে এতদূরে আসে নাই। এক্ষণে তাহারা এক নূতন ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও ভীত হইল। তাহারা দেখিল তাহাদের দিগ্‌দর্শনের কাঁটা ধ্রুবতারার দিকে না থাকিয়া একটু পশ্চিমদিকে সরিয়াছে; তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই কাঁটা আরও পশ্চিম দিকে সরিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নাবিকদিগের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। একে তাহারা অপরিচিত, অকূলে সাগরে ভাসিতেছে, তাহাতে আবার তাহাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় কলম্বস স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে তাহাদিগকে একরূপ বুঝাইয়া দিলেন, কিজন্য কম্পাসের কাঁটা অন্য দিকে ফিরিতেছে। সে কারণে তিনি নিজে সন্তুষ্ট হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। ফ্রান্সে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ইংলণ্ড হইতে উন্নত। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকলে ৩২,৪৬৩ শিক্ষয়িত্রী আছেন, পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ৪২২০১; শিক্ষয়িত্রীদিগের ১৯৮ জন হাজার টাকার অধিক বেতন পান। পারিস মিউনিসিপালিটী পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ৩০০ রমণীকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২। বাষ্পের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের কিরণ দ্বারা কল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সম্প্রতি পারিসে সূর্য্যকিরণে একটী মুদ্রাযন্ত্র চলিতেছে, সোলিয়েল জর্ণাল নামক একখানি সংবাদপত্র এই যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

৩। ম্যাসবরণ নামক স্থানের ইলাইজা ওয়ারিংটন নাম্নী এক রমণী উষ্টার নগরের অন্ধবিদ্যালয়ে সঙ্গীতের পরিতোষিক জন্য ১০,০০০ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। বসন্ত কুমারের পত্র—শ্রীনটেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি এক নূতন ধরণের উপন্যাস ; কয়েকখানি পত্রের আকারে সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত ; লেখা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

২। মিস মেরী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একখানি এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন (বঙ্গীয় শাখা) দ্বারা প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষায় কুমারী কার্পেণ্টারের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনীর অভাব ছিল, ইহাদ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

বামাগণের রচনা।

গৃহিণী।

যে গৃহের গৃহিণীরা বাবুয়ানা করেন, অথবা আলস্য বশতঃ সংসারের কাজে মনোযোগ দেন না সেই গৃহ যে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ সেই গৃহ রোগ শোকের আলয় হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন গৃহস্বামীকেও অনেক সময় অপব্যয় স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীর উদাসীনতা বশতঃ অনেক সময় অনেক আপদ বিপদ আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত করে। তিনি কোন কাজই মনোযোগের সহিত দেখেন না, কাজেই তাহা দাস দাসীর হস্তে দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এমন কি নিজের সন্তানের লালনপালন পর্য্যন্ত দাস দাসীকে ভার দেন। সুতরাং শিশুদিগকে সদা সর্ব্বদাই অসুখ বিসুখে অস্থির করে। শিশুদের যাহা আহার করাইলে অসুখ হইবে, তাহারা তাহাই আহার করায়। এক এক গৃহিণী আলস্যবশতঃ দুধ পর্য্যন্ত দাস দাসীকে খাওয়াইবার ভার দেন। তাহারা হয়ত দুগ্ধ উত্তপ্ত না করিয়াই পান করায়, অথবা নিজে কিছু ভাগ চুরি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জল মিশ্রিত করিয়া পান করায়। ইহাতে যে শিশুদের কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। অনেক গৃহিণী শিশুদিগকে দাস দাসীর হস্তে দিয়া বহুক্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, সেই সময় দাসদাসীরা রাখিতে অক্ষম হইয়া যাহা খাওয়াইলে শিশুদের পীড়া জন্মিবে, তাহাই খাওয়াইয়া কোন মতে প্রবোধ দিয়া রাখে, কিন্তু পরে শিশুদের এমনি অসুখ হয় যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে। দাসদাসীরা প্রায়ই চোর, কখন কখনও হয়ত নিজে দুধটুকু ও অন্যান্য ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়া বলে যে খাওয়াইয়াছি। গৃহিণী তাতেই

সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী শিশুকে দাসদাসীর হস্তে দিয়া নিজে (দিনের বেলা) দুই তিন ঘণ্টার জন্য নিদ্রাভিভূত হন, সেই সময় দাসদাসীরা শিশুকে রাখিতে অক্ষম হইয়া কখনও বা প্রহার করে, কখনও বা অখাদ্য দ্রব্য খাওয়াইয়া ভুলাইয়া রাখে, অথবা যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যায়।

অনেকে বলিবেন যে শিশুদিগকে দাসদাসীর হস্তে না দিলে কি প্রকারে চলে? তার উত্তর এই, অবশ্য না দিলে চলে না, কিন্তু নিজের দৃষ্টিও তাদের প্রতি বিশেষ রূপে রাখা উচিত। তাহা না হইলেই অনভিজ্ঞ দাসদাসীর ব্যবহারে শিশুদের পীড়া উৎপন্ন হইয়া পিতামাতাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে।

আবার কোন কোন গৃহিণী আলস্য বশতঃ রন্ধন-কার্য্যের ধার দিয়াও যান না, সমস্ত দ্রব্যাদি দাসদাসীর হস্তে দিয়া রাখেন, তারা যা করে গৃহিণী তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। নিজহস্তে ব্যবহার করিলে যে দ্রব্যে এক মাস যাইত, সে দ্রব্য এক সপ্তাহেই শেষ হইয়া যায়। তবু সকলের তৃপ্তির সহিত আহারাদি হয় না। গৃহস্বামী আহারাদির এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া দাসদাসীকে ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া থাকেন, কিন্তু পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকে।

এখন ভগ্নীগণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি এই দোষ কাহার? এই দোষ কি আমাদের নয়? দাসদাসীকেইবা ভর্ৎসনা ও প্রহার করিলে কি হইবে? তারা ছোট লোক, তারা কিরূপে আমাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের পছন্দসই কাজ কর্ম্ম পরিপাটী রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে?

যে গৃহিণী নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম হন অর্থাৎ রন্ধনাদি করিলে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারও একান্ত উচিত রন্ধনাদির সময় পাচক পাচিকার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এক এক গৃহিণীর এতদূর আলস্য যে মাসের মধ্যে হয়ত একবারও রন্ধনশালায় যান না। তাঁহার কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট দাসদাসী থাকিলেও তাঁহার রন্ধনশালায় যাওয়া কর্ত্তব্য, এবং ঠিক সময়ে রন্ধনাদি হইবে কি না তাহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। কোন কোন গৃহিণীর দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই, শুদ্ধ পরিপাটীরূপে রন্ধনাদি করিয়া তৃপ্তির সহিত আহারাদি করান, তাহারই অভাব। যদি গৃহ-স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া কখনও কোন ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলেন, তাহা হইলেও তিনি আলস্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজহস্তে করার পরিবর্ত্তে দাস দাসীকে করিতে আদেশ দিয়া নির্ভাবনা হইয়া আহ্লাদ আমোদে নিযুক্ত থাকেন। এদিকে যখন আহারের সময় হইল, তখন গৃহ-স্বামী আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু কিছুর সঙ্গেই দেখা শুনা

নাই, কোন তরকারি হয়ত অর্দ্ধেক প্রস্তুত হইয়াছে; কোনটা বা এখনি চড়ান হইবে। আর তিনি গৃহিণীকে যাহা প্রস্তুত করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গৃহিণীর আজ্ঞানুসারে দাসদাসীরা প্রস্তুত করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখে দিবার যো নাই। গৃহ-স্বামী আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সব ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ভগ্নীগণ একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! আমরা আমাদের স্বামীর নিকট কত অপরাধিনী! যে স্বামী আমাদের বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য এবং নানা রকম সুখ সচ্ছন্দতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহার আহারাদির জন্য যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হই। আমাদের এই পাপের শাস্তি অবশ্য এক দিন ভুগিতে হইবে। আপনারা হয়ত বলিবেন যে আমাদের সংসারের কাজ ভিন্ন অন্যান্য আরো সৎকাজ আছে, যাহাতে আমরা সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। তাহা সত্য বটে, কিন্তু যে গৃহিণী সংসারের কার্য্য করিয়া অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে পারিবেন না, তাঁহার পক্ষে সেই সকল সৎকার্য্য করা না করা উভয়ই সমান। যদি গৃহিণী নামে অপবাদ হইল, তবে কোন্ বাহিরের খ্যাত নামে সংসারের বিশৃঙ্খলতা দূর হইবে?

শ্রী—

A DAY IN THE COUNTRY.

(Kindly contributed by a lady in London).

It is the custom in London for most of the schools for poor people, to have an excursion for the day to some country-place in the summer months. The children in some of these schools seldom see a green tree except in the London Squares, or are able to walk on the green grass, and they look forward from year to year to these treats with great pleasure. I will now describe a school excursion which took place this year. The children were all assembled early at their school to the number of about 200; there were about an equal number of girls and boys and thirty teachers to take care of them. They had to walk two miles through the London Streets, to the Station from which the train started; they walked in procession with a banner with the name of the school on it, carried in front by two boys. When they arrived at the station, the children all jumped into the railway carriages which were in readiness for them and the train soon started for Catherham, a village in the country of Surrey.

The houses now extend for many miles round London and it was sometime before the real country was reached. The children amused themselves as they went along by singing songs and the boys by shouting loudly in all the tunnels. In less than an hour their destination was reached and they were all delighted to get out of the train. The day was lovely, not too warm or too cool and in some places the hay was being made, which is a pretty sight in England; the flowers

in the hedges and fields were just in perfection and before the children had walked any distance, they had gathered many nosegays. After they had walked about a mile, through a valley with chalk hills on both sides, they arrived at some tea gardens, which was the place where they were to stay. Here were a number of swings for the children, of which they immediately availed themselves, and during the whole day the swings were hardly empty a moment, for English children are very fond of swinging. Then there were donkeys to ride, and carriages to take a drive, which were soon in great request. The children take down their dinners with them and soon after their arrival are busily employed eating them. The teachers have a dinner prepared for them, in a tent to which half go in at a time, while the rest attend to the children. One of the great amusements of the children is to go for short walks and gather flowers, of which there were a great variety as so many kinds grow on the chalk; the day roses were very beautiful and some bee-orchises were found which are rather rare flowers in England. At a distance they look exactly like bees settled on a stalk, there are many varieties of the orchis, some are like flies, butterflies, and spiders, and one is called the man-orchis, because it is like a very small man in shape, but the bee was the only one found here. The children also amused themselves in running up and down the hills which are very steep here and sometimes they fell down as not being used to the country, they did not know they could not stop themselves at the bottom of the hills. A railway was being made near and the chalk hill was cut down for a great depth, which exposed to view the white chalk in which are found embedded many large flint stones and some fossil shells. London is mostly built on the clay, then you come to the gravel and after that to the chalk of which there is great abundance in the south of England. The cliffs at Dover are of chalk and there is the famous cliff mentioned in a play of Shakespeare's. The French cliffs on the other side of the channel are also of chalk like those at Dover, it is thought now that years and years ago there was no sea between, and that England was not an island but formed part of the continent of Europe.

In the middle of the afternoon the children had tea in garden, they sat at little tables, each had a mug and they were helped to tea, bread and butter and cake in turn; some of them became impatient and the boys made a great deal of noise. After tea the children dispersed again and renewed their games with great energy. The teachers' teatime now arrived which was again partaken of in two detachments in the tent. Soon after tea was over, the time drew near for the return to London. The children had all to be collected in the field, and formed into classes, and their names called over to see if they were all there; this was done with some little difficulty, as some of them had walked to a long distance but at last all were found; then a hymn was sung and the start to the station was made. The children had to walk back in procession, so they could not stray away and pick flowers on their way back; they had to wait sometime at the station, but at last the train appeared and into it they all got. It soon started and in about an hour London was reached. The children had then to walk to the school where they arrived about 8 o'clock very tired but all feeling they had spent a very pleasant day. All school excursions are carried on much in the same way, but sometimes instead of the children going by railway, they go by large vans drawn by two or more horses, the journey then takes much longer but the children enjoy the drive. In the summer, these vans full of children are continually met in the streets of London, starting for Epping Forest which is a very favourite place for these excursions.

C. T.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৪ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৮৯—নবেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এ বৎসর কার্ত্তিক মাস পড়িলেও গ্রীষ্মের হ্রাস হয় নাই এবং মধ্যে মধ্যে ঝড়বৃষ্টিও হইতেছে, অনেকেই ধূমকেতুর অভ্যুদয় ইহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও কটক অঞ্চলে প্রবল ঝটিকা হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার ইলিয়ট সাহেব এই ঝড়ের বিষয় ঠিক্ গণনা করিয়াছিলেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, 'মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী' নামে একটী সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জেলা ২৪ পরগণার উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিবার জন্যও এই সভা উদ্যুক্ত হইয়াছেন। আশা করি উত্তরপাড়া ও পূর্ব্ববাঙ্গালার সভা সকলের ন্যায় এই সভাও কৃত-কার্য্যতা প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন।

মুক্তিফৌজ (Salvation Army) নামে যে বিলাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি তাঁহাদিগের এক দল বোম্বাই নগরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে জেলে দিয়া অর্থদণ্ড করিয়া নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতেছেন। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য কলিকাতার টাউনহলে একটী বৃহৎ

সভা হইয়াছিল। এই সভা হইতে একখানি আবেদন-পত্র গবর্ণর জেনেরেলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্ম প্রচারকদলে অনেক ধর্ম্মোৎসাহিনী রমণী আছেন, তাঁহারা সাধারণ লোকের ধর্ম্ম ও চরিত্রের উন্নতি সাধন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডের পণ্ডিতাগ্রগণ্যা কুমারী কব মুক্তিফৌজের দলপতির স্ত্রী বিবী বুথ সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"বিবি বুথের উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও শব্দ রচনায় যে কিছু বৈষম্য থাকুক, তাঁহার বাগ্মিতায় অসাধারণ বশীকরণী শক্তি আছে। তাঁহার বাক্যালঙ্কার বিচিত্র ও উদ্দীপনাপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার বাগ্মিতার অন্যান্য উৎকৃষ্টতর গুণ আছে। তাঁহার বক্তৃতা পরিপক্ক জ্ঞান ও কার্য্যকারী বহুদর্শিতার অক্ষয় ভাণ্ডার; জীবন ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমি অনেকবার অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে যেরূপ নূতন এবং সার ভাব অধিক এবং অসার ভাব কম পাইয়াছি, এমত অনেক দিন অপর কাহারও বক্তৃতা শুনিয়া পাই নাই।"

আমরা লিবারাল পত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতাধীনে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতর শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় হইয়াছে, আগামী জানুয়ারি মাসে তাহার প্রশংসা পত্র দানের পরীক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে হইবে :—

	(Senior) উচ্চতর	(Junior) নিম্নতর
২রা জানুয়ারি	ইংরাজী	ইংরাজী
৩রা „	বাঙ্গালা	বাঙ্গালা
৪ঠা „	ইতিহাস ও ভূগোল	বিজ্ঞান
৫ই „	পাটীগণিত	পাটীগণিত
৬ই „	প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান	ধর্ম্মনীতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভিন্ন অপরেও এই পরীক্ষা দানের অধিকারিণী। পরীক্ষার্থিনীরা মোটে পূর্ণ সংখ্যার সিকি পাইলে প্রশংসাপত্র এবং অর্দ্ধেক পাইলে ছাত্রী-বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী অবলা দাস ও এলেন ডেক্রু মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ভরতি হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বাসস্থানের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, কিন্তু আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম এক জন দিনামার পাদরী অসাধারণ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার গৃহ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের অবস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

৭।৮ মাস হইল মেথডিষ্ট চর্চ্চের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার থোবরন্ সাহেবের সহধর্ম্মিণী বিবি থোবরন্ আমেরিকা হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে এখানে তাঁহার বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। তিনি যেরূপ বিদ্যাবতী

সেইরূপ ধর্ম্মশীলা, দাতব্যে অনেক স্থানে চিকিৎসা করেন। নগরস্থ মহিলারা ইহাঁর সহিত আলাপে প্রীত এবং ইহাঁর চিকিৎসায় বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

জুলুরাজ সিটিবেও ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এত দিন ইংলণ্ডে বন্দী ছিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে মুক্তি দান করিয়া স্বদেশে আসিবার অনুমতি করিয়াছেন। শত্রুর প্রতি এরূপ সৌজন্য সভ্যজাতির উপযুক্ত। ইংলণ্ডে বর্ব্বর জাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এক সভা হইয়াছে, তাঁহাদিগের যত্নেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

(২১২ সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

২১২ সংখ্যক বামাবোধিনীতে পাক-বিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনাগণের উপদেশ সমালোচিত হইয়াছে। এবারও সেই পাকবিদ্যার অপর এক শাখা লিখিত হইল। অন্ন ও ব্যঞ্জন পাক সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, সে গুলি সমস্তই এতৎপ্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল এবং উদাহরণ প্রসঙ্গে দুই একটী নির্দ্দিষ্ট পাক-প্রণালীও প্রদর্শিত হইল।

সাধারণ নিয়ম।

"বুঝিয়ে মশলা লবে যাতে যা খাটে,
রাঁধিবার আগে ভাই! বুঝে নেও সাটে।"

মশলা বা সংযোগ দ্রব্য—যাহাকে পূর্ব্বে আমরা "ব্যাশার" "বলক" "বার্দ্ধাক্ক" ও "গোটা" প্রভৃতি বহুপ্রকার বিভাগে উল্লেখ করিয়াছি—তাহা অনেক গুলি দ্রব্যের সমষ্টি। পাকবিশেষে দ্রব্যবিশেষ ও এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্রব্যও মশলা বলিয়া গণ্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন মশলার ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা আছে। কতকগুলি দ্রব্য সুস্বাদুর জন্য ব্যবহৃত হয়, কতকগুলি সুগন্ধের জন্য, কতকগুলি কেবল রঙের বা বর্ণের জন্য, কতকগুলি মশলা কেবল অনিষ্ট গন্ধ নিবারণের জন্য প্রদত্ত হয় এবং দ্রব্যের বিষাক্ততা নাশের জন্যও কখন কখন মশলাবিশেষের প্রয়োজন হয়। মনে কর, পাচক বা পাচিকারা প্রায় সর্ব্ববিধ পাকেই হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হরিদ্রা কখন কেবল রঙের জন্য, কখন বা পাচ্য দ্রব্যের দৌর্গন্ধ্য বা বিষাক্ততা নাশের জন্য, কখন বা কোমল সুস্বাদু করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হরিদ্রার পরিবর্ত্তে জাফরান ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা মাংসাদির অনিষ্টগন্ধ বা বিষাক্ততা নাশ করিতে

পারে না—কেবল বর্ণ ও সুগন্ধ উৎপাদন করে মাত্র।

গুল, মান ও তণ্ডুল্য অনেক দ্রব্যে একপ্রকার বিষ থাকে। মাংসে ও মৎস্যে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যে জাফরান্ অপেক্ষা হরিদ্রা ব্যবহার করা ভাল। হরিদ্রা দ্রব্যটী বিষঘ্ন, বর্ণকর, দৌর্গন্ধ্য-নাশক ও কোমলতাজনক। ডাউল প্রভৃতি কলায় ও আলু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জে হরিদ্রা ব্যবহার না করিলে ক্ষতি নাই। রঙ ভাল হয় না বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্যে হরিদ্রা দেওয়ার প্রথা আছে।

"চড়ায়ে বুটের ডা'ল, ছয় দণ্ড দিবে
জাল, পাকে দিবে খণ্ড,
হিঙ জিরে তেজপাত, ছৌক দিবে ঘৃত
সাত্, পরে দিবে গন্ধ।"

খণ্ড=চিনি। বুটের ডাউলে একটু চিনি দিলে শীঘ্র দ্রব হয়, কোমল হয় এবং মিষ্ট স্বাদ হয়। বুট, অরহর, ও কলায় প্রভৃতি ডাউল অধিক পরিমাণ উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া উচ্ছলিত হইলে তাহার কিয়ৎপরিমাণ জল ঢালিয়া রাখিয়া দীর্ঘকাল জ্বাল দিতে হয়। ডাউল আপনা আপনি দ্রব হইলে উপযুক্ত রূপ সেই রক্ষিত উষ্ণ জল দিতে হয়। কাঁচা জল দিলে ও দর্ব্বী বা হাতা দিয়া ঘুঁটিলে শীঘ্র দ্রব হইবার ব্যাঘাত জন্মে। ছৌক=সম্বরা, সন্তলন। গন্ধ=চূর্ণিত বা পিষ্ট এলাইচ্ ও দারুচিনি প্রভৃতি দ্রব্য। ইহা নামাইয়া দেওয়াই বিধি, পাকের সঙ্গে দিলে গন্ধ থাকে না, প্রত্যুত তিক্ত হইয়া উঠে।

সন্তলন—সাঁতলান, ছোঁক্ বা সম্বরা দেওয়ার সংস্কৃত নাম সন্তলন। কোন কোন দেশের মেয়েরা ইহাকে ফোঁড়নও বলে। ফোঁড়নের ভাল কথা স্ফোটন। ঘৃত, তেজপাত, জিরা ও লঙ্কা—ব্যঞ্জন বিশেষে দুই বা ততোধিক দ্রব্য একত্র ফুটাইয়া ছোঁক দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে সমুদায় দ্রব্যের মিশ্রণ এবং মিশ্রণ নিবন্ধন একটী স্বতন্ত্র সুস্বাদ ও সুগন্ধ জন্মে। তৈলের ছোঁক দিতে হইলে তৈলটী খুব কড়াপাক—অর্থাৎ জ্বলন্ত প্রায় হইলে সেই ছোঁক উত্তম হয়, কাঁচা থাকিলে ভাল হয় না। স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন যে "তেল পুড়িলে ঘি হয়।"

আদতোয়া—স্বিন্ন ও নিষ্পীড়িত শাক শব্জী তরকারীকে অল্প পরিমাণে ভর্জিত করিলে তাহা আদতোয়া বা হেলেনি নাম প্রাপ্ত হয়। সজল তরকারী ও শাকাদি দ্রব্য অগ্রে আদতোয়া, পরে যথাযথ পাক করা বিধেয়। পাকের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইলে মৃদু জ্বাল দেওয়া আবশ্যক। গোড়া গুড়ি মৃদু জ্বাল দিলে অন্ন কি ব্যঞ্জন ভাল হয় না দেখিয়া পাচিকা স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন যে, "নাই জ্বাল ত দে জ্বাল।" কোন কোন পাকে প্রথমাবধি মৃদু জ্বালই ভাল। যেমন দুগ্ধ পাক। দুগ্ধাবর্ত্তন বা দুদ্ আওটান

সম্বন্ধে যে স্ত্রীকবি আছে তাহা এই,

"ঝিকি ঝিকি জ্বাল ঘন ঘন কাটা,
তবে জানি হয় হুধের পরিপাটী।"

তণ্ডুল পাকের প্রথমে তীব্র জ্বাল, শেষে মৃদু জ্বাল। ব্যঞ্জন পাক সম্বন্ধেও প্রায় এই নিয়ম। শেষ অবস্থায় তীব্র জ্বাল লাগিলে কি ভাত কি ব্যঞ্জন খারাপ হইবার সম্ভাবনা।

"ভাত জানি সড়া সড়া, ব্যঞ্জন জানি
গোরা গোরা।"

ভাত এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, কেহ কাহারও গায় লগ্ন হইবে না, অথচ কোমল হইবেক। ব্যঞ্জনও এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তরকারী সকল সুকোমল হইবেক, দ্রব হইবেক না। "গোরা গোরা" অর্থাৎ গাঢ় ভাবাপন্ন। কট্‌কটে পাতলা না হয় এবং ঘন্ ঘনে গাঢ় না হয়। গৈরিক ঘর্ষিত জলের ন্যায় আকার ধারণ করিলেই ব্যঞ্জন ভাল হইল বলিয়া নিশ্চয় করিবেক।

সংস্কৃত পাকশাস্ত্রের "অপক্বে লবণং দদ্যাৎ পক্বে দদ্যাৎ মরীচকম্।" এই বচন দেখিয়া দেশীয় স্ত্রীপাচিকারা নিজ ভাষায় একটী বচন রচনা করিয়াছেন। যথা—

"কোঁড়নে লঙ্কা আগুনে নুণ,
ডাইল ছাড়া সব দ্রব্য নুণে হয় খুন।"

ডাইল ভিন্ন অন্য যে কোন খাদ্য পাক করিবে—সেই দ্রব্যেই লবণ অগ্রে এবং লঙ্কা বা গোলমরিচ পরে অর্থাৎ সিদ্ধ হইবার পরে দিবেক। ডাইল পাকে অগ্রে লবণ দিলে দ্রব হইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং শাক সবজী, তরকারী, ও মাংসাদিতে অগ্রে লবণ দিলে তাহা শীঘ্র দ্রব ও সুকোমল হয়।

"অল্প জ্বালে কাঁচাজলে ঘোঁটনের রান্না,
আবাগীর রান্না খেয়ে সবার আসে কান্না।"

চৌচাপে অর্থাৎ সমান তেজে জ্বাল না লাগিলে রান্না ভাল হয় না। কি তণ্ডুল, কি দাইল কি তরকারী—কাঁচা জলে চড়াইলে ভাল সিদ্ধ হয় না। খুঁচিয়া নাম বা ঘন করিলে তাহা সুখাদ্য হয় না। বিনা আলোড়নে স্বতঃই দ্রব বা ঘন হইলেই ব্যঞ্জন ভাল হয়, ইহা শিখাইবার জন্য উপরি উক্ত স্ত্রী-কবিটী প্রদত্ত হইল।

"উৎলে উঠে তেল দিও, কাটি দিও না,
শুকয়ে যায় সেও ভাল কাঁচা পানি দিও না।"

দাইল যদি অগ্নিতেজে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তবে তাহাতে তৈল কিংবা ঘৃত দিও। দিবা মাত্র উচ্ছলন বন্ধ হইবে। জল অল্প হইলে উত্তপ্ত জল দিও, কিন্তু কাঁচা জল দিও না। দর্বী দিয়া আলোড়ন কিংবা কাঁচা জল দিলে দাইল ভাল হয় না অর্থাৎ শীঘ্র দ্রবের ব্যাঘাত জন্মে। তৈল ঘৃত দিলে যে দাইলের উচ্ছলন বন্ধ হয়, ইহা বোধ হয় সকলে জানে না। এ সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়িল। এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করেন। ব্রাহ্মণ এক দিন পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণীর পাকার্থ জল

আহরণের প্রয়োজন হইল। তিনি দাইল চড়াইয়া দিয়া জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণকে বলিয়া গেলেন, "দেখিও, দাইল যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া না যায়।" অল্পক্ষণ পরে, প্রভূত অগ্নিতেজে দাইল উচ্ছলিত হইল, ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিবার জন্য কোসার জল ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দাইলের উচ্ছলন তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া অধিক বৃদ্ধি হইল দেখিয়া তিনি তুলসীর দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখিলেন, দাইল প্রায় সমস্তই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি অতি বিরক্তা হইয়া স্বামীকে তিরস্কার বাক্যে নিন্দা করিলেন এবং এক বিন্দু তৈল সেই উচ্ছলিত দাইলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তৈল নিক্ষেপের মর্ম্ম জানিতেন না, ব্রাহ্মণী আসিবামাত্র দাইলের উচ্ছলন বন্ধ হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার পূজা ঘুরিয়া গেল, তিনি ভাবিতে বসিলেন যে, তাঁহার ঘরে না জানি কোন্ দেবী গৃহিণীরূপে ছলনা করিতে আসিয়াছেন।

উপরি উক্ত স্ত্রীকবিতে আলোড়নের নিষেধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চড়চড়ী রন্ধনে আলোড়ন নিষেধ নাই। চড়চড়ী পাকে আলোড়নের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

"দাইলে ঝাল হিং জিরে, ঝোলে
পাঁচ ফোড়ন,
শাক শুক্তায় গোটা পোড়া, ঘণ্টে
মৌরি দান।
মাচ মাংসে তেজপাতা, মাংসে দিও ঘি,
একমনেতে রেঁধো বসে দেখে শিখ্‌বে ঝি।"

দাইল পাকে লঙ্কা অথবা তেজপাত, হিঙ্গু ও জিরে ফোঁড়ন দিলে ভাল হয়, ঝাল তরকারীতে পাঁচ ফোঁড়ন অর্থাৎ কালজিরে, মেথী, মৌরী, রাঁধুনী ও শাদা জিরে প্রভৃতি একত্র করিয়া ফোঁড়ন দিলে ভাল হয়। শাক ও শুক্তায় গোটা অর্থাৎ চূর্ণ সর্ষপ প্রভৃতি একত্রিত এক প্রকার চূর্ণ তৈল বা ঘৃতপক্ক করিয়া ছোঁক দিতে হয়। ঘণ্ট নামক ব্যঞ্জনে মৌরী ও আদার রস ব্যবহার করা ভাল। মৎস্য ও মাংসে তেজপত্র অবশ্য দিতে হইবেক। মৎস্যে যত, মাংসে ঘৃত সংযোগ করিলে তত উক্ত শক্তি হয় না। রাঁধিবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও তন্মনা থাকিবেক। অন্যমনস্ক হইলে একে আর হইবার সম্ভাবনা। পাকনিপুণা স্ত্রী উক্তরূপে পাক করিবেন, বালিকাগণ তাহা দেখিয়া শিক্ষা করিবেক। যে কোন কার্য্য হউক—না দেখিলে উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে একটী মাংস পাকের উল্লেখ করিতেছি, নব পাচিকাগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

মাংস নানাপ্রকার। ইহা সচরাচর উত্তম ও বলকর খাদ্য বলিয়া গণ্য। মৎস্যও

একপ্রকার মাংস। মাংসের মধ্যে শুষ্ক, পূতিগন্ধযুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত পশুমাংস অহিতকর। বিষ, কিংবা সর্পাদিদংশন দ্বারা মৃত পশুর ও অতি কৃশ পশুর মাংস কোনক্রমে সেব্য নহে। অতি বৃদ্ধ পশুর ও অতি কৃশ পশুর মাংসও অভক্ষ্য। অতি শিশু পশুর মাংসও অভক্ষ্য। এই সকল মাংস ভক্ষণ করিলে শরীরে ও মনে নানা দোষ উৎপন্ন হয়। চতুষ্পদ পশুর মধ্যে স্ত্রীপশুর মাংস ও পক্ষীর মধ্যে পুং পক্ষীর মাংস নিন্দনীয়। বৈদ্য শাস্ত্রে ও এতদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবল নিষেধ আছে।

মাংস প্রথমে ধৌত করা আবশ্যক। অগ্রে হরিদ্রা ও ধনে বাটা, তৎপরে হিঙ্গু দিয়া ধুইতে হয়। কেবল জলে ধৌত করিলেও ক্ষতি নাই। মুসলমানদিগের মতে মাংস ধৌত নাস্তি। মৎস্য ধৌত করিবার বিধি অন্যবিধ। অগ্রে তপ্ত জলে রাখিয়া আইঁস ছাড়াইবেক। কিংবা বেশম কি দধি মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিবেক। পিষ্ট জিরা ও মৌরীর জলে ধুইলে ভাল হয়। তৈল ও লবণ মর্দ্দন করিয়া ধুইলেও হইতে পারে।

হাঁস প্রভৃতি পক্ষিমাংস, কূর্ম্ম প্রভৃতির মাংস এবং সজারু প্রভৃতি জন্তুর মাংসে যে দুর্গন্ধ থাকে, তাহাও এই ধৌত বিধির দ্বারা দূর হয়। হাঁসের মাংস কিছু অধিক ধৌত করিতে হয়। মৌরী, কালজিরা, দধি, চন্দন, মৃত্তিকা, লবণ, ছোলার জল ও তপ্ত জল,—এই সকল দ্রব্যের একটী বা দুই তিনটীর দ্বারা ধৌত করিবার বিধিও আছে।

মাংস /১ সের পাক করিতে হইলে ঘৃত /৷৹, দারুচিনি ২ মাষা, এলাচী ২ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, জাফরান ১ মাষা, আর্দ্রক ১ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা আবশ্যক হয়। কেহ কেহ চিনি দিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চিনি দিলে লেবুর রস দেওয়া আবশ্যক। উক্ত /১ সের মাংসে অর্দ্ধ পোয়া চিনি দিলে তিন ছটাক লেবুর রস দিতে হইবেক। কেহ কেহ দধির ব্যবস্থাও দেন।

মাংসখণ্ড সকল উক্ত দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া অথবা লবণ, আদা, উপযুক্ত মত হরিদ্রা ম্রক্ষিত করিয়া ধনের কাথে কিংবা বিবিধ মশলার কাথে (ইহাকে যবন ভাষায় আব জুস বলে) স্বিন্ন করিবেক। সুস্বিন্ন হইলে সম্ভৃত লবঙ্গের কিংবা হিঙ্গুযুক্ত তেজপত্রের, অথবা ঘৃতযুক্ত পলাণ্ডুরসের ছোঁক দিবেক। ঝোল থাকিতে থাকিতে গন্ধ মশলা, একটু গোলমরিচ ও অত্যল্প জাফরান দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে কিছু কাল রাখিবেক। মাংস পাক সম্বন্ধে এই প্রকার বিধি মাত্র লিখিত হইল, কল পাচকেরা নানাপ্রকার কৌশলে মাংস পাক করিয়া থাকেন।

পিষ্টক, পায়সান্ন, খেচরান্ন ও পলান্ন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সকল—যাহা ধনবান্ লোকের ভোগ্য, সে সকল পাকের প্রণালী পাকরাজেশ্বর

প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। প্রাচীনা গৃহিণীরা সে সকল পাক-প্রণালী জানিতেন না, সেজন্য তৎসংক্রান্ত স্ত্রীকবি নাই।

পাকের গুণে অসুখকর দ্রব্যও সুখকর হয়। অরহর দাইলে অম্ল বৃদ্ধি করে, কিন্তু নিম্ন প্রকারে পাক করিলে অম্লপিত্ত রোগীর ক্লেশকর হয় না। অরহর দাইলে যদি একটী খোসা না থাকে, আর স্বিন্ন করিয়া তাহার কাথটা যদি ফেলিয়া দেওয়া যায়, যদি দধি মিশ্রিত অন্য উষ্ণ জল মিশাইয়া পাক করা যায়, তাহা হইলে সে দাইলে কখনই অম্ল হইবে না, বুক জ্বলিবে না। সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া, চূণের জলে ধোয়া, তেঁতুল পাতার সঙ্গে স্বিন্ন করিয়া ধৌত করা, এই সকল প্রক্রিয়ায় ওল ও মান অনায়াসেই উত্তম খাদ্য হয়। এইরূপ অনেক প্রক্রিয়া আছে, বাহুল্যভয়ে সে সকল লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

গার্হস্থ্য-শিক্ষা নাম দিয়া আমরা যে দীর্ঘ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছিলাম—আজ তাহা সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর প্রাচীন কালের নারীমণ্ডলীর নীতি-সংক্রান্ত স্ত্রীকবি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

স্ত্রীজাতির সদ্গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

নির্ম্মলা। ভাই প্রমদা! আজি তোমার মুখে হাসি নাই কেন? মুখখানি যেন দুঃখে ভরা। অনেক দিন পরে স্বামী গৃহে আসিয়াছেন, এখন তোমার সুখের দিন, এমন সুখের সময় মুখ মলিন হইল কেন?

প্রমদা। দিদি! আমার কপালে সুখ নাই, এই পূজার সময় কত লোক কত জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া ঘর আলো করিয়া দিয়াছে। আমার পোড়া কপালে সকলই বিপরীত!

নি। কেন বোন্! তোমার স্বামী কি কিছু লইয়া আসেন নাই? শুনেছি তিনি দেড় শত টাকা বেতন পান, তবে তোমার জন্য কিছু দ্রব্যাদি আনেন নাই কেন? বোধ হয় তুমি এবার কোন দ্রব্যের ফরমাস কর নাই।

প্র। দিদি! তোমার কাছে লুকাইবার যো নাই, তুমি পেটের কথা টানিয়া বাহির কর। ফরমাস না করিলে এত দুঃখ পাইতাম না। ফরমাস করিয়া আশা করিয়া বসিয়া ছিলাম। পঞ্চমীর দিন শূন্য হস্তে উপস্থিত হইলেন। দিনে কথা কহিবার যো নাই, রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার জিনিস-পত্র কোথা?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এবার তোমার দ্রব্য গুলি আনিতে পারি নাই, তোমার টাকার

একটী দুঃখী পরিবারের বড় উপকার হইয়াছে। একটী ভদ্র সন্তান আমার বাসায় দুই মাস কাল থাকিয়া বিষয়কর্ম্মের উমেদারী করিতেছিলেন। আমিও তাঁহার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কর্ম্ম ঘুটিল না। তাঁহার গৃহে বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন, স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান আছে, ইহাদের ভরণ পোষণের অন্য উপায় নাই। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে যেস্থানে কর্ম্ম করিতেন, সে আফিসের যিনি প্রধান কেরাণী, তিনি আপনার ভাগিনেয়কে কর্ম্ম দিবার জন্য ঐ দুঃখী ভদ্রলোকটীকে কলে কৌশলে কর্ম্মচ্যুত করেন। এখন তৃণমাত্রও সম্বল নাই। আমার সাধ্যানুসারে আমি প্রতি মাসে তাঁহার বাটীতে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছি। পূজার ছুটীর কিছু পূর্ব্বে সকলেই প্রফুল্ল, কিন্তু তাঁহার মুখ ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। আমি তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া মনে করিলাম—এবার তোমার ফরমাস পূর্ণ না করিলে ক্ষতি নাই, ঐ টাকা দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। সেই দুঃখী পরিবারের জন্য সে টাকা গুলি প্রদান করিয়াছি। বোধ হয় তুমিও ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে।" এ কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। ভাবিলাম আমার কপালের দোষ। মিছে দুঃখ করে কি করিব? পূজার সময় পাড়ার মেয়েদের সকলেরই নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার! আমার এই দুঃখিনীর বেশ! ইহাতে কি মনে সুখ থাকে?

নি। ভাই প্রমদা! এমন স্বামী পাইয়াও তুমি দুঃখিনী? তোমার সৌভাগ্য যে এমন দয়ালু স্বামী পাইয়াছ।

প্র। দিদি! আমার পক্ষে তিনি দয়ালু নহেন। আর সকলের পক্ষে দয়ালু।

নি। কেন তোমাকে কি ভরণ পোষণ করেন না?

প্র। তা করিবেন না কেন? চারিটী মোটা ভাত ও মোটা কাপড় কে না দেয়?

নি। আর তুমি কি চাও?

প্র। তবে ভাল কাপড়, ভাল অলঙ্কার কেন?

নি। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রালঙ্কার করিতে পার। আমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন তাহা বলি শুন। ইহার তাৎপর্য্য এই মনুষ্যের যত দূর প্রয়োজন, সেই পরিমাণে সে সংসারের অর্থ গ্রহণে অধিকারী। প্রয়োজনের অধিক যে গ্রহণ করে সে চোর, তাহাকে দণ্ডপ্রদান করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বীয় প্রয়োজনানুসারে অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট অর্থ অন্য ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনে প্রদান করিলে পৃথিবীতে চুরি ডাকাতি প্রতারণা প্রায় উঠিয়া যায়। যিনি অন্যের প্রয়োজনে সমদুঃখী হইয়া স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করেন, তিনি পরম সাধু। এমন সাধু স্বামীর

সদনুষ্ঠানে উৎসাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া দুঃখিনী হইয়াছ, ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট হইল।

প্রমদা। দিদি! তোমার নিকট শিক্ষা পাইলাম। আমি আপনাকেই ভাল বাসি, আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারি না। তথাপি সে দিন কমলার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আমারও মনে দুঃখ হয়েছে।

নির্ম্মলা। কি কাণ্ড কারখানা, ব্যাপারটা কি?

প্র। সে দিন তোমার নিকট আসিতে আসিতে কমলার বাটীতে গেলাম। তুমি তো জান কমলার ভাসুরঝী মাওড়া—আঁতুড় ঘরেই তার মা মরে গিয়েছে। এখন কমলাকে সে মা বলে ডাকে। তথাপি কমলা আপনার ছেলে মেয়েকে ভাল ভাল ঢাকাই কাপড় কিনে দিয়েছে, ভাসুরঝীকে একখানি গামানা মুচে ছুরে। আপন ছেলে মেয়েকে বৈকালে খাবার কিনে খাওয়ায়, ভাসুরঝীকে কড়কড়ে ভাত। কোন দিন একটু দুধ দেয়, কোন দিন দেয় না। একটু ছুত নতায় মেয়েটীকে মেরে আধ মরা করে। সে দিন মেয়েটীকে আমার সম্মুখে যেরূপ প্রহার করিল, তাহা দেখিয়া আমিও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেজন্য তোমার নিকট আসিতে পারি নাই।

নির্ম্মলা। দেখ প্রমদা! তুমি যেমন কমলার ভাসুরঝীর দুঃখ দেখিয়া কাঁদিয়াছ, তোমার স্বামী যদি কাহার দুঃখ দেখে রোদন করেন অথবা অর্থ প্রদান করেন তজ্জন্য কি তোমার দুঃখ করা উচিত? পতির সৎকার্য্যের সাহায্য করাই পতিব্রতা নারীর পরম ধর্ম্ম। পুরাণে দাতা কর্ণের বিষয় শুনিয়াছ? পুরাণে লেখা আছে ভগবান্ দাতা কর্ণের দয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে কর্ণের গৃহে অতিথি হইলেন, কর্ণ বলিলেন, "আপনি যাহা আহার করিবেন তাহাই প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমরা স্ত্রী পুরুষে করাত দ্বারা তোমাদের প্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিবে। আমি সেই নরমাংস ভক্ষণ করিব।" এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলে দান গ্রহণ করিব না। দাতা কর্ণ স্ত্রীকে এই কথা বলিলেন, তিনি তাহাতে সম্মতা হইলেন, কারণ সম্মত না হইলে পতিবাক্য মিথ্যা হইবে। পতিব্রতা নারী, পতির মঙ্গলকেই আপনার পরম সুখ পরম আনন্দ মনে করেন। প্রমদা! তুমি কর্ণ-পত্নীর ন্যায় পতিব্রতা হইতে পার?

প্র। দিদি! আমার সেরূপ পতিভক্তি কোথায়? তুমি যে সকল পতিব্রতার কথা বলিতেছ তাঁহারা স্বর্গের লোক। এখন পতিব্রতা কোথায়? এখন আপনার সুখই সর্ব্বস্ব। তাহার বিঘ্ন হইলেই পতিনিন্দার ঢেউ উঠিল। সে পতি মরিলেই বা কি, থাকিলেই বা কি?

নি। ছি ছি প্রমদা! সমস্ত নারী-

জাতির প্রতি এমন গ্লানি করিওনা। তোমার কি মনে নাই ওপাড়ার মজুমদারের স্ত্রী কেমন স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন। অমন বড় লোকের মেয়ে, কখন কষ্ট পান নাই। পতির জন্য সমস্ত কষ্টই বহন করিতেছেন। তিনি স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে করিতে পারিতেন। স্বামী ব্যবসায় করিতে গিয়া লোকের কুচক্রে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ঋণদায়ে জেলে যাইতেছিলেন। এসময় অন্য স্ত্রীলোক হইলে স্বামীকে নিশ্চয়ই জেলে পচিতে হইত। কিন্তু তিনি পতিব্রতা, পতিদুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। এজন্য পিতৃদত্ত সমস্ত অর্থ দ্বারা স্বামীকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বলিয়াছিল, "তুই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছিস্ কেন? উহার মৃত্যু হইলে তখন কি উপায় হবে? এখন তো বাবা নাই যে কথায় কথায় টাকা পাবে?" একথা শুনে তিনি কাণে হাত দিয়া বলিলেন, "দাদা? এমন কথা বলিওনা। নারীজাতির স্বামী পরম পদার্থ, স্বামীর কখনও মৃত্যু হয় না। আর স্বামীর কষ্টে কষ্ট ভোগ করাই পরম সুখ।" সেই হইতে তিনি আর জ্যেষ্ঠের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তিনি যখন অত্যন্ত সাংসারিক অভাবে পড়িয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মুখ ম্লান হয় নাই। এ ঘটনা তুমিও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তবে কেন বলিতেছ এখন পতিব্রতা পাওয়া যায় না? ইচ্ছা করিলে তুমিও পতিব্রতা হইতে পার। বিলাস ত্যাগ করে অন্যের প্রয়োজনে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে স্বামীর সাধু কার্য্যে সাহায্য করিয়া সুখী হইবে। প্রমদা! আজি বোন ঘরে যাও, সন্ধ্যা হইল। আজি স্বামীর নিকট আত্মদোষের জন্য ক্ষমা চাহিও।

প্র। দিদি আমি মন ভারি করিয়া বড় কুকাজ করিয়াছি, তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি শীঘ্র যাই, আর বিলম্ব করিব না।

বিদ্যা ও বিনয়।

বিদ্যার সহিত যখন বিনয়ের যোগ দেখা যায়, তখন সে বিদ্যার শোভা দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। লোকের স্বভাবতঃ সংস্কার আছে, যে নারীগণ যদি প্রচুর বিদ্যা লাভ করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের স্বভাবসুলভ শালীনতা নষ্ট হইয়া তাঁহারা অহঙ্কৃত, প্রগল্‌ভ ও অশিষ্ট হইবেন। এই সংস্কার যাহাঁদের আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন নগরে গ্রিয়ার্সন নামক একজন মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম কনষ্টানশিয়া। এ রমণী বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বিদ্যাশিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে সর্ব্বদা নানা প্রকার গৃহকার্য্যে ও সূচিকর্ম্মে ব্যস্ত রাখিতেন। তথাপি কনষ্টানশিয়ার জ্ঞানতৃষ্ণা এত প্রবল ছিল, যে তিনি জননীর আদেশ সকল পালন করিয়া বিশ্রামের জন্য যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে নিকটস্থ ভজনালয়ের ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই সকল দুর্ব্বোধ ও নব্য ভাষার মধ্যে একবার লব্ধপ্রবেশ হইয়া কনষ্টানশিয়া শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহার সকল গুলিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ের পণ্ডিত লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার বিদ্যার গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কনষ্টানশিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার একজন বন্ধুর গৃহে নীত হন এবং সেখানে বহুদিন বাস করেন। ঐ ভদ্রলোকটীর কন্যা কনষ্টানশিয়ার বিষয় এইরূপ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের বাড়ীতে বাসকালে কনষ্টানশিয়া নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্র পাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বৃথা ও অভদ্র আমোদে কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইত না। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগ সহকারে ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তাঁহার বিদ্যা যেরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও ধর্ম্মপরায়ণতাও তেমনি ছিল। কেহ তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা করিলে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন; স্বাভাবিক লজ্জা বশতঃ প্রকাশ্য ভাবে কিছু লিখিতে অগ্রসর হইতেন না। হিংসা ও ঈর্ষা কাহাকে বলে জানিতেন না; তিনি যতদূর শিখিয়াছেন, অপর স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা আরও শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেইজন্য অপর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন।

তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের আর একটী চিহ্ন এই যে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে একজন অতি সামান্যাবস্থার লোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাকারের কার্য্য করিত। কনষ্টানশিয়া নিজের গভীর বিদ্যার পরিচায়কস্বরূপ একটী মাত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ডবলিন নগরে রোমান গ্রন্থকার ট্যাসিটসের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লার্ড ক্যাটারেটকে

উৎসর্গ করেন। উক্ত উৎসর্গপত্র লাটিন ভাষাতে লিখিয়াছিলেন। লাটিন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন কনষ্টানশিয়ার প্রকাশিত ট্যাসিটিসের গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছিলেন,তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে পিতার গৃহে বাস কালে পিতা মাতার সেবা এবং বিবাহের পর পতির সেবা, ও আত্মীয় স্বজনের সেবা এই সকল পবিত্র কর্ত্তব্যসাধনে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার, ও মধুর স্বভাব সকলকেই সুখী করিত। তিনি যে গৃহে থাকিতেন, সকলকে সুখী করিতেন। তাঁহার সৌজন্য, বিনয়, সুশীলতার গুণে, তাঁহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

নারীর মধ্যে এই নারীরত্ন যেরূপ, পুরুষের মধ্যেও এরূপ বিনীত লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাতে বিনয়ের আভা পড়িলে তাহার বড়ই শোভা হয়। অহঙ্কার কাহারও পক্ষে ভাল নয়। অহঙ্কৃত ব্যক্তির মুখ দেখিতে কদর্য্য, কিন্তু ইহাতে নারীকে যে কদর্য্য দেখায় তাহার আর বর্ণনা হয় না। যিনি নিজের সুকোমল গুণে গৃহকে আরাম ও বিনোদনের স্থান করিবেন, তিনি যদি সে স্থানকে অহঙ্কারে উত্তপ্ত করেন, তাঁহার যে মুখের প্রসন্ন ও পবিত্র কান্তি দেখিয়া নয়ন মন স্নিগ্ধ হইবে, তিনি যদি সেই মুখকে অহঙ্কারের রেখা সকলের দ্বারা বিশ্রী ও বিকৃত করেন, তাহা হইলে জন সমাজের একটী প্রধান সুখ নষ্ট হয়।

অহঙ্কার শত্রুতা উৎপাদন করে,ঈর্ষ্যার উদয় করে, জগৎকে কণ্টকময় করে, কিন্তু সুকোমল বিনয়,শত্রুকে মিত্র করে, ঈর্ষ্যার বিষদন্ত ভগ্ন করে এবং এই জগৎকে পুষ্প শয্যার ন্যায় সুকোমল করিয়া দেয়। কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকে এই মহদুপদেশ বিস্মৃত হয়, অল্প বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিলেই, তাহাদিগকে অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। আমাদের পাঠিকাগণ স্ব স্ব হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন তাঁহারা এই শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না।

গ্রীনলণ্ড।

উত্তর মহাসাগরে সুদূরবিস্তৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, নিরবচ্ছিন্ন বরফরাশি দ্বারা সংযোজিত হইয়া একটী দেশ প্রস্তুত করিয়াছে, ইহারই নাম গ্রীনলণ্ড। মোটামুট ধরিলে গ্রীনলণ্ড ব্রিটন দেশ অপেক্ষা চতুর্গুণ বড়, কিন্তু

ইহার আদত সীমা যে কতদূর, তাহা অদ্যাপিও কেহ ঠিক্ করিতে পারে নাই।

১৮৫৩ সালে আমেরিকা হইতে ডাক্তার কেনের অধীনে অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের জন্য অনেকগুলি জাহাজ বহির্গত হয়। পূর্ব্বে লোকে উত্তর-হিমসাগরে যতদূর যাইতে পারিয়াছিল, ইহারা তদপেক্ষা অনেক উত্তরে আসিয়া গ্রীনলণ্ডের তীরে উপনীত হয়।* তথায় কেন এক প্রকাণ্ড গ্লেসিয়ার অর্থাৎ বরফের গাদা দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে "ইহা সমুদ্রের তট হইতে ১০০ ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত একটা কাচের নিরেট দেওয়ালের মত সমভাবে দণ্ডায়মান আছে।" তিনি এই বিস্তীর্ণ বরফরাশি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে উত্তর হিমমণ্ডলের ইহাই শেষ সীমা।

ডাক্তার কেন যে সকল লোককে স্লেজ (অর্থাৎ চক্রহীন যে গাড়ী বরফের উপর চলে) রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সেই প্রকাণ্ড গ্লেসিয়র বা তুষার-গিরি আরোহণ জন্য অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও অনেক চেষ্টা পাইয়াও বিফলমনোরথ হইল। ডাক্তার কেনের আর এক দল লোক ক্রমাগত উত্তর মুখে, যাইতে যাইতে এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিয়া মনে করিল যে বরফ-সমুদ্রের বুঝি এই খানেই শেষ হইল। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের অপর কিনারা যে কতদূরে তাহা বলা যায় না। ইহাতে সিন্ধুঘোটক, শ্বেতভল্লুক ও উত্তর দেশীয় অনেক প্রকার পক্ষী দেখা যায়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে উত্তর মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বরফ রাশি পারে এরূপ সমুদ্র আছে, যে স্থানে প্রাণী সমূহ অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

গ্রীনলণ্ডের নিবাসীদিগকে এসকুইমো বলে এবং তাহাদের দ্বারাই সর্ব্ব প্রথমে এসকুইমো নামক এক জাতি যে পৃথিবীতে আছে, তাহা জানা যায়। কতকগুলি দিনামার পাদরি গ্রীনলণ্ডে গিয়া তাহাদিগের স্বভাব বর্ণন করিয়া সমস্ত ইয়ুরোপ মধ্যে প্রচার করেন। পরে আধুনিক কতকগুলি আবিষ্কারক ও তিমিমৎস্যজীবী, তথায় যাইয়া ও কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এসকুইমোরা গ্রীনলণ্ড হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে বাস করিয়াও সংখ্যায় ৫০০০০ লোকের অধিক নহে। এসকুইমোদিগের শরীরের উচ্চতা ইয়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেক কম। তাহারা সচরাচর ২॥ হাত ৩ হাত উচ্চ, এবং যদি কেহ ৩॥ হাত উচ্চ হয়, তাহা হইলে এসকুইমোদিগের মধ্যে রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর দিক্ নিবাসী এস্কুইমোরা বরফ নির্ম্মিত গৃহে অবস্থিতি করে, কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিকের লোকেরা কাষ্ঠ,

* উত্তর কেন্দ্র হইতে ৩ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থান, তাহার মধ্যে কোনও স্থানে জাহাজ লাগিয়াছিল অনুমান করা হয়।

ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। গ্রীষ্মকালে তাহারা পশুর চর্ম্মের তাম্বু গাড়িয়া তিন চারি পরিবার একত্র মিলিত হয় এবং তন্মধ্যে মাংস অথবা মৎস্য ভোজাদি সমাপন করিয়া, সুখে নিদ্রা যায়। উত্তর মহাসাগরে যত প্রকার পশু পাওয়া যায়, প্রায় সে সমস্তই এস্কুইমোদিগের খাদ্য, কিন্তু সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তী, সকল খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য।

কাপ্তেন প্যারি বলেন তিনি এরূপ কতকগুলি লোক দেখিয়াছেন, তাহারা যে চর্ম্মেতে আপনাদিগের পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়াছে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই চর্ম্মই ভক্ষণ করিতেছে। সেখানে ৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকেরা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে ও ১০ বৎসরের সময় নৌকা চালায়। নৌকা উল্টাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার উত্তোলন করিতে ও পশু পক্ষী শিকার করিতে অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করে। ১৬ বৎসরের সময় তাহাদের উচ্চতম শিক্ষা লাভ হয়, তাহারা জলহস্তী বা সিন্ধুঘোটক শিকার করিতে পারদর্শী হয়। বালিকারা ১৪ বৎসরের সময় সেলাই, রন্ধন, ও পশুর চর্ম্ম কাটিয়া পরিষ্কার করিতে শিখে, ইহার ২।৩ বৎসর পরে তাহারা নৌকা চালন, ও বাড়ী নির্ম্মাণ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এস্কুইমো জাতি কখনও অপর দেশে বাণিজ্য করিতে যায় না। তাহারা নিজের দেশের অন্য কোন অংশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া সে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করে ও প্রায় ১০।১১ বৎসর কাল অবস্থিতি করে। যাহা হউক উহাদের একটী ভাল গুণ আছে। উহারা কখনও পরস্পরকে ঠকায় না বা পরস্পরের ধন অপহরণ করে না। কিন্তু যদি কেহ কোন ইয়ুরোপীয়কে ঠকাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে উহা পৌরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে যেমন বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া মেলা হয় ও লোকেরা আমোদ প্রমোদে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করে, এস্কুইমোদিগের মধ্যেও সেরূপ মেলা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

অনুতাপের অশ্রু।

শাদা শাদা মেঘ গুলি হেথায় হোথায়,
ছড়াইয়ে শরদ আকাশে।
সে আকাশে হেসে হেসে চাঁদ ভেসে যায়,
জানিনাকো কাহার উদ্দেশে।

কৌমুদীচ্ছুরিত মেঘ স্বর্ণ সিংহাসন,
ভেসে যায় চাঁদ কোলে করি।
" কেন গো রাখিতে চাও মোরে,
সারা দিন গৃহে রোধ ক'রে,

হে সংসার পায় পড়ি, ছাড় গো এখনি,
ছুটে যাই ওরি পিছু ধরি।
"আনন্দে বসিয়ে রব আকাশের তলে,
গিয়ে এক শ্যামল প্রান্তরে,
দেখিব চাঁদের হাসি, দেখিব মেঘের রাশি,
অনিমিক্ দৃষ্টি মোর পাতিয়া গগনে,
শশি শোভা আঁকিব অন্তরে।
"কি জানি কেমন হবে, গগন মিশায়ে যাবে
একেবারে প্রান্তরের সাথে,
আমার এ প্রাণ শিশু, চাঁদের উদ্দেশে ছুটি,
অজ্ঞাতে পলায়ে যাবে আকাশের পথে।
"এ শরীর পড়িয়ে রহিবে
জড় হ'য়ে প্রান্তরের কোলে,
অনন্ত আকাশ পথ ভাঙ্গি',
চুপি চুপি আমি যাব চ'লে।"
তাই হ'ল; ডুবিল সংসার,
আকাশ পড়িল হাতে ধরা,
পার হ'ল প্রান্তর ভূধর;
মন মোর সংসার-পাশরা।
এই চাঁদ এই মোর মন
এই হেথা স্বর্ণ-সিংহাসন,
লাগিয়ে আকাশ গায়, এক সঙ্গে
ছুটিতেছে সুখে,
একটিও কথা নাই মুখে;
দুঃখহীন আনন্দের ছবি তোমরা দুজনা
মেঘশশি;
কিন্তু এ হৃদয় মম যদিও উচ্ছ্বাসে ভাসে,
চারি দিকে ঘেরি তায় আছে দুঃখরাশি।
শোন চাঁদ কেন তোরে চাই
কেন তোর পিছু পিছু ধাই;—
এক দিন বসিয়ে বিরলে, এ প্রাণ ভাসিল
অশ্রুজলে।
সে অশ্রুর মাঝে আসি,
আমার হৃদয় শশী,
দেখা দিয়ে কোথা গেল চলে;
"তিলেক থাকগো প্রাণে ওহে প্রেমশশি"
বলি কাঁদিলাম উচ্চৈঃস্বরে,
হৃদয়-আকাশে মোর, রহিল আঁধার ঘোর,
দিশেহারা শান্তিহারা গেনু আমি ঘরে,
মেঘময় আকাশের মাঝে,
তাই তোরে যখনই হেরি,
আনন্দের সেই দিন,
মনে করে কেঁদে কেঁদে মরি;
ওরে চাঁদ ছুটে তুই যাবে,
ধরে এনে দেত প্রাণ চাঁদে;
অতি কৃপাপাত্র আমি তোর,
ডুবে আছি অনন্ত বিষাদে।

ধূমকেতু।

কে তুমি ঈশ্বর-দূত বিচর গগনে,
গ্রহ তারাগণ মাঝে ভীম-দরশন?
মঙ্গল-বারতা বহ মঙ্গলময়ের,
গণিছে অবোধ নর বৃথা অমঙ্গল,
তব তত্ত্ব জ্যোতির্বিৎ বুঝিবে যখন,
ঘোষিবে আনন্দভরে স্রষ্টার মহিমা।

গগণপথে যত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে মানবের চক্ষে ধূমকেতুর মত আর কিছুই অদ্ভুত ও ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। নানাদেশের লোকে ইহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা পোষণ করিয়াছেন এবং সৃষ্টিনাশ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলের অগ্রগামী দূত বলিয়া ইহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞান কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই যে ইহার আগমনে শঙ্কাকুল হইয়াছেন তাহা নহে, লাপলাস প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় পণ্ডিতেরা পাছে পৃথিবীর উপর ইহার লাঙ্গুলস্পর্শ হইয়া মহাপ্রলয় হয়, সেই আশঙ্কায় আপনারা ভীত হইয়াছেন এবং অপরলোকদিগকেও ভয়াকুল করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় ইতিহাসে ছয় সাত শত ধূমকেতুর অভ্যুদয় বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবী যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। ইহার উন্নতি ভিন্ন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে পৃথিবী যে দেবতার আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছে, ধূমকেতুও সেই দেবতার শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে, একে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্য সংসারে পীড়া মৃত্যু যুদ্ধ বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণই ঘটিতেছে, ধূমকেতুর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাকতালীয়বৎ * কখন কখন সেরূপ ঘটনার মিলন দেখিয়া ধূমকেতুকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা দ্বারা বড় অধিক হয়ত পৃথিবীর তাপের কিছু ন্যূনাধিক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা এই পৃথিবীর ইষ্টের কারণ না হইয়া যে অনিষ্টেরই কারণ হইবে কে বলিতে পারে?

ধূমকেতুর অর্থ ধূমময় পুচ্ছ যাহার, সেই পদার্থ। কিন্তু পুচ্ছ এবং ধূম ব্যতীত ধূমকেতুর একটি আলোকময় মস্তক থাকে, ইহা নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। এই মস্তকের ব্যাস ৩০ মাইল হইতে ৩০০০ মাইল পর্য্যন্ত। কিন্তু পুচ্ছের দৈর্ঘ্য অদ্ভুত অর্থাৎ ১০ বা ১৫ কোটী মাইল। এই জন্য ধূমকেতুর মস্তক কখন কখন যেন পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু পুচ্ছ আকাশের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হয়। এই পুচ্ছ সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে। এক একটী ধূমকেতু মস্তকবিহীন, এক একটী পুচ্ছবিহীন এবং কোন কোনটী বা দুই, তিন বা ছয় পর্য্যন্ত পুচ্ছবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে। ধূমকেতুর আকার, পরিমাণ এবং উজ্জ্বলতা সকল সময়ে একরূপ থাকে না, গতির প্রণালী দেখিয়া দুইটী ধূমকেতু এক বা ভিন্ন নিরূপিত হয়।

পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ধূমকেতু অস্থায়ী পদার্থ, উৎপন্ন হইয়া আবার আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা ইহাকে স্থায়ী বলিয়াও বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা ইহার

* পাকা তাল গাছ হইতে পড়িতেছিল, এমত সময় গাছের উপর একটা কাক আসিয়া বসিল, লোকে মনে করিল কাকের ভরে তাল পড়িয়া গেল। ইহাকে কাকতালীয় বোধ বলে।

গতি কোন নিয়মাধীন বলিয়া বোধগম্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধূমকেতুসকল গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। ইহাদিগের গতি যদিও গ্রহদিগের ন্যায় নয়, কিন্তু তাহা নিয়মাধীন। গ্রহেরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যায়, ধূমকেতু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়। ইহরা কখনও সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, আবার কখনও কখনও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। যাহাদিগের কক্ষ ডিম্বাকৃতি, তাহারা নিয়মিত সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং বারম্বার আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। যাহাদিগের কক্ষ বক্র রেখার ন্যায়, তাহাদিগের গতির নিয়ম এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে তাহারা আমাদিগের সৌরজগৎ ছাড়াইয়া অন্য সৌরজগতে বিচরণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুর গতি কিরূপে নিরূপিত হইল, তাহার একটী ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

মহাত্মা সার আইজাক নিউটন লিখিয়াছিলেন "যে সকল ধূমকেতু বহুকাল পরে আপনাপন কক্ষাতে ফিরিয়া আসে, তাহাদিগের পরস্পরের তুলনা দ্বারা তাহাদিগের ব্যাস ও গতি কাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া (Halley) হালি নামে আর এক ইংরাজ জ্যোতির্ব্বেত্তা পূর্ব্বদৃষ্ট ২৪টী ধূমকেতুর স্থিতি ও দূরত্বাদি তুলনা দ্বারা গণনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে, তৎপূর্ব্বগামী আর দুইটী ধূমকেতুর সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহারা ১৫৩১ ও ১৬০৭ সালে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই তিনটী ধূমকেতু যে এক এবং প্রায় ৭৬ বৎসর অন্তর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ লোকদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা সাহস পূর্ব্বক প্রচার করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেব যে ৭৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এই ধূমকেতুর পুনরুদয় হইবে। তিনি এ প্রকার অখণ্ড যুক্তি দ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিলেন যে বৈজ্ঞানিকদিগের তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই ধূমকেতুর পুনরাগমন দর্শনার্থ সভ্য জগৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রহিল। অবশেষে ১৭৫৮ সালের নবেম্বর মাসে ড্রেসডেন নগরের নিকট জর্জ পালিজ নামে একজন জর্ম্মণ ৬ ফিট দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাকে প্রথম নিরীক্ষণ করেন, তৎপরে পারিস, লিপজিক, লিসবন ও কেডিজ নগর হইতেও ইহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ১৮৩৫ সালে এই ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব হয় এবং তাহার জন্য পণ্ডিতেরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরভ্যুদয় হইবে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কয় জন তাহা দেখিবার জন্য জীবিত থাকিবেন বলা যায় না।

এই ধূমকেতুর গতিকাল নিরূপিত হওয়াতে এক্ষণে ইহার অপরাপর বার আগমনের সময় পৃথিবীতে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কোন দেশের পক্ষে কখনও শুভ, কখনও অশুভ ঘটিয়াছে, কখনও বা কিছুই হয় নাই। অতএব ইহার সহিত নর-ভাগ্যের মঙ্গলামঙ্গলের অল্পই সম্বন্ধ বোধ হয়।

১০০৬ সালে এই ধূমকেতু প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মুসলমান রাজ্যে কালিফদিগের ক্ষমতা এবং ভারতবর্ষে হিন্দু ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল; ইহা ইংলণ্ডে দিনামারদিগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়। ১০৮২ সালে ইহার ২য় আগমন হয়, তখন ইংলণ্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ম্। ধূমকেতুটী সে সময় মনুষ্য-চক্ষুর গোচর হইয়াছিল কি না, তাহার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ১১৫৫ ও ১২৩০ সালে ইহার আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন বিশেষ বিবরণ নাই। ৫ম আগমন ১৩০৫ সালে, তখন সুইসেরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, এবং ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ড স্কটলণ্ডের উপর অত্যাচার করিতেছেন। এই ধূমকেতু দ্বারা গ্রীষ্মাধিক্য না হইয়া শীতাধিক্য সমগ্র ইউরোপে অনুভূত হয় এবং অতিরিক্ত বরফপাতে ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালীন ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ১৩৮০ সালের আগমনের কোন বিবরণ নাই, কিন্তু ১৪৫৬ সালে ইহার অভ্যুদয়ে সমুদয় খৃষ্টজগৎ আতঙ্কিত হয়। ইহা পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল এবং ইহার পুচ্ছ একখানি বৃহৎ কিরীচের মত দৃষ্ট হয়। এই সময় তুরকেরা কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া ইউরোপে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সময় একরাত্রি চন্দ্রগ্রহণ ও ধূমকেতুর একত্র সম্মিলন হয়, ইহাতে জন সাধারণের ভীতির সীমা রহিল না। চন্দ্র মুসলমানদিগের চিহ্ন, তাহা পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল এবং পশ্চিম হইতে খড়্গাকার ধূমকেতু প্রকাশিত হইল, ইহাতে খৃষ্টানেরা কল্পনা করিল মুসলমানদিগের পরাজয় ও তাহাদিগের জয় সাধিত হইবে। মুসলমানেরাও ভীত হইয়াছিল। পোপ ৩য় কালিক্‌ষ্টস সিদ্ধান্ত করেন, ধূমকেতু মুসলমানদিগের সহিত একযোট; সয়তান, মুসলমান ও ধূমকেতুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি সকল খৃষ্টানকে ত্রিসন্ধ্যা প্রার্থনা করিবার উপদেশ দেন। ধূমকেতুর অদর্শন না হইলে আর ইউরোপ নিঃশ্বাস ফেলিবার সাবকাশ পান নাই। ১৫৩১ সালে ইহার অষ্টম আবির্ভাব, তখন নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের পর মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সূত্রপাত হয়। তখন ধূমকেতুটী কর্কট রেখার নিকট স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হয়। ১৬০৭ সালে যখন ইহার পুনর্দর্শন

হয়, তখন গালিলিও ও কেপ্লার কোপার্নিকস প্রদর্শিত জ্যোতির্বিদ্যার নূতন মত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই ধূমকেতুর জ্যোতি নিষ্প্রভ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু মস্তকটী সকল নক্ষত্র—এমন কি বৃহস্পতি গ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ দৃষ্ট হয়। তৎকালের চরিতাখ্যায়কেরা ইহার দৌরাত্ম্য বর্ণন স্থলে বলেন "লোরেণের ডিউকের মৃত্যু" এই কারণে হয়!! সুইড ও দিনামারদিগের মধ্যে যুদ্ধও হইয়াছিল। ১০ম আবির্ভাব নিউটন ও হালির সময়। এই উপলক্ষে আর কিছু না হউক, ধূমকেতুর গতি নির্ণয় হওয়া একটী স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। তখন ইহার মস্তক আকৃতিতে বৃহস্পতির ন্যায় দেখা যায়। ১৭৫৯ সালে ইহার একাদশ আবির্ভাব, ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ গ্রহণের অল্প দিন পরে ইহা হয়। ইহার মস্তকটী বড় ম্লান দেখা যায়। ১৮৩৫ সালে ইহার দ্বাদশ আগমন দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার লাঙ্গুলটী ত্রিশির এবং মস্তকের নক্ষত্রটী অতি উজ্জ্বল দেখা গিয়াছে। এই সময় ইংলণ্ডে রেলওয়ে উদ্ভাবন ও দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা প্রচলনের পর এবং মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে। ধূমকেতুটী এবার আসিয়া পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি দর্শন করিয়া গিয়াছে। আবার ৭৬ বৎসর পরে ১৯১১ সালে যখন আসিবে, তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির পূর্ণ ফল দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইবে!!

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে পুত্রদিগের অপেক্ষা কন্যারাই পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়। কন্যারা সচরাচর পরিণীত হইয়া পরগৃহে গমন করে, সেখানে আপনাদের পতিপুত্রের সেবা ও আপনাপন সংসারের সুখ দুঃখ ভোগে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, তথাপি পিতৃকুলের প্রতি তাহাদের অনুরাগ কখনই হ্রাস দেখা যায় না। পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, বা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পীড়া বা ক্লেশের কথা শুনিলে তাহাদের চক্ষে জল পড়িতে থাকে। পুত্র পিতামাতার নিকটে থাকে, তথাপি মৃত্যুশয্যাতে সেবা করিবার সময় কন্যা দূর হইতে আসিয়া প্রাণপণ করিয়া সেবা করিয়া থাকে।

কন্যাগণ কিরূপে নিজ সুখ ও স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া পিতা মাতার সেবা করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিবৃত্তে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি

প্রাচীনতম কালহইতে এদেশে এবং অপরাপর দেশে এরূপ আখ্যায়িকা সকল প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোম দেশীয় একটী আখ্যায়িকা পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সে আখ্যায়িকাটী এই, একবার রোমের একজন ভদ্রলোকের প্রতি এই রাজদণ্ড হয় যে তাহাকে অনাহারে শুষ্ক করিয়া মারা হইবে। এই গুরুতর দণ্ড দান করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলে তাঁহার কন্যা কারারক্ষীদিগের নিকট এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন যে তিনি মধ্যে মধ্যে কারাগারে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহাকে এই অধিকার প্রদত্ত হইল। তিনি তদনু-সারে নিত্য কারাগারে স্বীয় পিতাকে দেখিতে যাইতেন। কিছু দিন যায়, লোকে দেখিল যে তাঁহার পিতা সুস্থ শরীরে বাস করিতেছেন, অনাহারে থাকিলে লোকের শরীরের অবস্থা যেরূপ হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা নহে। অথচ কেহ যে তাঁহাকে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য যোগাইত তাহা নহে, কারণ রক্ষীপুরুষেরা প্রতিদিন আসিবার সময় তাঁহার কন্যার বস্ত্রাদি পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িত না। অবশেষে গোপনে থাকিয়া পিতাপুত্রীর ব্যবহার লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল। একদিন কন্যা পিতার নিকট আসিলে রক্ষিপুরুষেরা গোপনে থাকিয়া দেখিল সেই যুবতী স্বীয় পিতাকে স্তন্য পান করাইতেছেন। এরূপ কথিত আছে পিতৃভক্তির এই আশ্চর্য্য নিদর্শন দর্শনে কর্ম্মচারীদিগের মন এতদূর মুগ্ধ হইল, যে তাঁহারা তাঁহার পিতাকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু নিম্নে যে মহিলার পিতৃভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডদেশে মিটফোর্ড নামে এক জন ভদ্রলোক বাস করিতেন। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত অমিতা-চারী, বিলাসপরায়ণ, দ্যূতাসক্ত ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি এক ধনীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রায় ২,৮০,০০০ দুই লক্ষ আশি হাজার টাকার সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার স্বভাব এমনি বিকৃত ছিল যে তিনি দশ বৎসর না যাইতে যাইতে ঐ সমুদয় অর্থ পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিলেন। আবার তাঁহার দৈন্য দশা উপস্থিত হইল। এই সময়ে হঠাৎ একটী সুরতি খেলিয়া তিনি দুই লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। যদি তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি থাকিত, যদি তাঁহার কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগের প্রবৃত্তি থাকিত, যদি নিজ চরিত্র সংশোধনের বাসনা থাকিত, তাহাহইলে এই সুযোগে তিনি আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারি-তেন। কিন্তু তাঁহার সে মতি হইল না, গাড়ি ঘোড়া, কুকুর, দাস, দাসী প্রভৃতি

আবার দেখা দিল, আবার তিনি দ্যূত-ক্রীড়াতে সমুদায় অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার দশ বৎসরের মধ্যে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। নিঃস্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এমন দুর্দ্দশার চরম সীমাতে উপস্থিত হইলেন যে তাঁহাকে সহর ছাড়িয়া একটী সামান্য পল্লীগ্রামে পলায়ন করিতে হইল। এই ঘোরতর দারিদ্রের সময়ে মেরী নাম্নী তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা ভিন্ন তাঁহার সাহায্য করিবার আর কেহই ছিল না। মেরী অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিতেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা তখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। মেরী সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিশালিনী ছিলেন,তিনি গৃহকার্য্য সমাপনান্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সহিত নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রমদ্বারা যে কিছু অর্থ উপার্জ্জিত হইত, তদ্দারাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র পরিবারের দৈনিক ব্যয় এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত। তিনি এইরূপে বৃদ্ধ পিতা মাতার ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া বিংশতি বৎসর কাল অক্ষুন্নচিত্তে সেই ভার বহন করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ বা কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি মনে করিলে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়া নিজে সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারিতেন, কিন্তু জনক জননীর বৃদ্ধাবস্থায় দেখিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া সেরূপ সংকল্প হৃদয়ে স্থান দেন নাই।

একজন মহিলার পক্ষে আজন্ম অবিবাহিত থাকিয়া বিশ বৎসর কাল বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা করা, সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পাদন করা, ও তদ্ভিন্ন মানসিক শ্রমদ্বারা তাঁহাদের জন্য অর্থোপার্জ্জন করা এ কি সাধারণ পিতৃভক্তির কর্ম্ম! এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে নারীর জীবনে প্রকাশ পায়, তাঁহাকে দেব-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার মধ্যেই আমরা মানব জীবনের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখিতে পাই। মানুষ যখন আপনার কর্ত্তব্যের উপর দণ্ডায়মান হয়, তখনই তাহার দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অন্য সময়ে তাহাকে নিকৃষ্ট জীবদের শ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর ফল।

ফরাসি দেশে কাউণ্ট ডিলা গ্যারে নামক একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সদ্গুণে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। যে সকল সদ্গুণ থাকিলে মানবের জীবন নিজের পক্ষে ও অপরের পক্ষে সুখের কারণ হয়, তাঁহার সে সকল সদ্গুণের কোনটীর অপ্রতুল ছিল না। সদাশয়,

প্রফুল্লচিত্ত, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, মিষ্টভাষী, উদার কাউণ্ট সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন। অবশেষে তিনি আপনার অনুরূপ এক ধর্ম্মশীলা মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রজাকুলের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি যেমন সদাশয় ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতির লোক ছিলেন, ঐ যুবতীও তদনুরূপ সৎপ্রকৃতিসম্পন্না ছিলেন। নূতন কর্ত্রীর আগমনে তাঁহার গৃহ আনন্দ ও সুখের আবাস ভূমি হইল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন, যে তাঁহাদের প্রণয়ের কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। যে দেখিত সেই বলিত যে এমন বিমল দাম্পত্য প্রণয় কেহ কখনও দেখে নাই। যাহাহউক হঠাৎ এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া জন্মের মত তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত করিয়া দিল।

একদিন কাউণ্ট মৃগয়ার্থ বাহির হইলেন, তাঁহার পত্নীও অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। উভয়ে মনের সুখে গল্প করিতে করিতে ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা গিরি পার্শ্বস্থিত নির্ঝরিণীর কূলে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে উক্ত স্রোতস্বতীর পরিসর কিঞ্চিৎ বৃহৎ, কাউণ্ট অশ্বকে উল্লম্ফন করিবার জন্য প্রেরণা করিলেন। তাঁহার অশ্ব বলপূর্ব্বক উল্লম্ফন করিয়া অপর পারে গিয়া পড়িল, কিন্তু উল্লম্ফন করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পত্নীর অশ্বের পক্ষে তাহা উল্লম্ফন করা সাধ্য নয়। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া "তুমি লাফাইওনা" এই কথা না বলিতে বলিতে তাঁহার পত্নীর অশ্বও উল্লম্ফন করিয়াছে। অশ্বটী প্রাণপণ যত্নে পর পারে পড়িল বটে, কিন্তু তাহার একখানি পা সরিয়া গিয়া সে নিজ স্বামিনীর সহিত একেবারে পর্ব্বত পৃষ্ঠে পতিত হইল। নিমেষের মধ্যে কাউণ্ট পত্নী পতিতা ও বিচেতন হইলেন, কাউণ্ট তাঁহাকে অতি যত্নে তুলিয়া বহুকষ্টে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং বহন করিয়া গৃহে আনিলেন। কাউণ্টপত্নী শুশ্রূষার গুণে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু জন্মের মত পদদ্বয় খঞ্জ হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইলেন এবং তাঁহার মুখে নানা-স্থানে ক্ষত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পত্নীর এই দশা প্রাপ্তির পর অবধি কাউণ্টের বাহিরে যাওয়াবন্ধ হইল। তিনি সর্ব্বদাই পত্নীর নিকটে থাকিতেন এবং নানা উপায়ে তাঁহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেন। 'আমি আর পতির কোন কার্য্যে লাগিতেছিনা, আমি আর তাঁহার সুখের সঙ্গিনী হইতে পারিতেছি না, আমার জীবন তাঁহার পক্ষে ভার স্বরূপ হইতেছে' এই ভাবিয়া উক্ত সাধ্বী রমণী সর্ব্বদাই ম্লান থাকিতেন। এজন্য কাউণ্টের প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল। তিনি সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন "বল দেখি কি দেখিতে

বা কি শুনিতে ভাল বাস, বল দেখি কি করিলে তোমার প্রাণে একটু সুখ হয়" এবং যত্নের সহিত সেই সকল বিষয় যোগাইবার চেষ্টা করিতেন। একদিন কাউণ্টপত্নী বলিলেন "দেখ আমি জন্মের মত পীড়িত হইয়া আছি, জগদীশ্বরের কৃপায় ধন সম্পদ এবং তোমার মত পতি পাইয়াছিলাম, সেই জন্য কোন রূপে আমার প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু মনে করিয়া দেখ কত দীন দরিদ্র লোক এইরূপ চিররোগী হইয়া ক্লেশ পাইতেছে! তাহাদিগকে দেখিবার এবং শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। যদি এই সকল বিপন্ন ও নিরাশ্রয় লোকের রক্ষা ও শুশ্রূষার জন্য একটী চিকিৎসালয় করা যায়, তাহা হইলে কি ভাল হয় না?" কাউণ্ট দেখিলেন এরূপ একটী চিকিৎসালয় করিলে তাঁহার পত্নী কার্য্য করিবার ও ভাবিবার কিছু বিষয় পাইবেন, তাঁহার নিজেরও চিত্তবিনোদনের অনেক উপায় হইবে সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিলেন। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইল, তাহাতে অনেকগুলি চিররোগী নর নারীকে আশ্রয় দেওয়া হইল। কাউণ্টপত্নীকে প্রতিদিন ঠেলা গাড়িতে করিয়া ঐ চিকিৎসালয় মধ্যে লইয়া যাওয়া হইত, তিনি প্রত্যেকের শয্যার নিকট গিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেন, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করাইতেন, পথ্যাদির নিয়ম কিরূপ হইয়াছে দেখিতেন। এদিকে কাউণ্ট তাঁহার পত্নীর সুখে সুখী হইয়া অতুল উৎসাহের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে তিনি ঔষধের প্রকৃতি ও গুণ বুঝিবার জন্য এমন মনোযোগ সহকারে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন যে উক্ত বিদ্যাতে একজন পারদর্শী লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন অতিসুখে কাটিয়া গেল।

বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় অতি স্বর্গীয় বস্তু, ইহাতে মানবপ্রকৃতিকে অতি মহৎ করে। যেখানে দাম্পত্য প্রেম জঘন্য স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার আকার ধারণ করে, তাহা পশুভাব মাত্র, তাহাদ্বারা মানবের চরিত্র হীন ও সংসারের শোভা মলিন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম দুঃখময় সংসারকে কেমন সুখময় স্বর্গধাম করিয়া দেয়!

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে তাঁহারা কানেরি দ্বীপের প্রায় সমসূত্রপাতে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে বাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বাণিজ্য-বায়ুর পথে আসিয়া পড়িলেন;

এই বায়ু উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সম্বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর সাহায্যে জাহাজ বেগে চলিতে লাগিল। যখন তাঁহারা কানেরি দ্বীপের পশ্চিমে প্রায় চারি শত লীগ্ আসিয়াছেন, তখন দেখিলেন সম্মুখস্থ সমুদ্রভাগ সামুদ্রিক লতায় এরূপ পরিপূর্ণ যে হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া ভ্রম হয় এবং কোন কোন স্থানে লতা সকল এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে জাহাজ চলা ভার। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া নাবিকদের মনে নূতন ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল যে সমুদ্রের যতদূর জাহাজ চলা সম্ভব তাহা অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে অগ্রসর হইতে গেলে এই সকল সামুদ্রিক লতা ও তাহার নিম্নস্থ অদৃশ্য পর্ব্বতে তাহাদের গতিরোধ করিবে; কিম্বা এই সামুদ্রিক লতার নিম্নে কোন প্রশস্ত ভূভাগ কোন রূপে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ভূভাগে তাহাদের জাহাজ বসিয়া যাইবে। কলম্বস তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; তিনি বলিলেন এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের আরও আশান্বিত হওয়া উচিত; কারণ এই সকল সামুদ্রিক লতা দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে স্থল নিকটবর্ত্তী। এই সময়ে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে পোত সকল অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে জাহাজের চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পক্ষী উড়িতে দেখা গেল; এবং উহারা পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। হতাশ নাবিকদের অন্তঃকরণ নূতন উৎসাহ ও নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১লা অক্টোবর তারিখে কলম্বস গণনা করিয়া দেখিলেন কানেরি দ্বীপের পশ্চিমে সাত শত সত্তর লীগ অতিক্রম করা হইয়াছে। কিন্তু পাছে স্থল হইতে এতদূরে আসিয়াছে ভাবিয়া নাবিকেরা ভীত হয় এই জন্য তিনি তাহাদিগকে বলিলেন পাঁচশত চৌরাশি লীগ্ আসা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে নাবিকদিগের মধ্যে কাহারও এত বিদ্যা ছিল না যে এই প্রবঞ্চনা ধরিতে পারে। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও কলম্বস নাবিকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা তিন সপ্তাহের অধিক হইল স্থল পরিত্যাগ করিয়াছে; পূর্ব্বতন নাবিকেরা কখন এতদূর আসেও নাই, আসা সম্ভবও মনে করে নাই; পক্ষীদিগের গতি প্রভৃতি দেখিয়া যে তাহারা মনে করিয়াছিল স্থলভাগ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহাও ক্রমে ভ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা পূর্ব্বের ন্যায় দূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। এই অর্ণবযাত্রা সম্বন্ধীয় চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তাহাদের

ছিল না। সুতরাং সহজেই এই সকল নিরাশার ভাব তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে কেবল মূর্খ ও ভীরুদিগের অন্তঃকরণে এই ভাবের সঞ্চার হইতেছিল; জাহাজ হইতে জাহাজে অসন্তোষের ভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। প্রথমে গোপনে পরামর্শ ও বিরাগ প্রকাশ; ক্রমে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ও অসন্তোষের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল জাহাজের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, তাহাতে পোত সকল একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তাহাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে চেষ্টাও কতদূর সফল হইবে বলা যায় না; কারণ এতদিন তাহারা অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে ফিরিয়া যাইতে হইলে বায়ুর প্রতিকূলে যাইতে হইবে। এই সকল তর্ক বিতর্কের পর সকলে একমত হইয়া স্থির করিল যে বলপূর্ব্বক কলম্বসকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতে হইবে।

কলম্বস উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধৈর্য্যের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কখন বা মিষ্ট বাক্য দ্বারা অনুচরবর্গকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কখন বা এই আবিষ্কার কার্য্য দ্বারা তাহারা যে অক্ষয় যশ ও প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইবে তাহা বর্ণন করিয়া তাহাদের যশোলিপ্সা ও অর্থস্পৃহা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কখন বা রাজার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াইবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। নাবিকদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও এতদিন যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল, তাঁহার এই সকল কথার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহারা কলম্বসের উপর বল প্রয়োগের যে মন্ত্রণা করিতেছিল, তাহাহইতে বিরত হইল এবং আরও কিছুদিন তাঁহার নিদেশানুসারে চলিতে সম্মত হইল।

তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই স্থল সান্নিধ্যের নিদর্শন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল এবং তাহাদের আশাও সেই পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল দলে দলে সামুদ্রিক পক্ষিগণ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কলম্বসও পর্টুগীজ নাবিকদিগের ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখী গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং পক্ষীদিগের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রায় এক মাস কাল এই ভাবে চলিয়াও তাঁহারা সমুদ্র ও আকাশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন

না। ইহাতে নাবিকদের সমস্ত আশা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল; তাহাদের আশঙ্কা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; নিরাশা ও ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারা একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ এতদিন কলম্বসের কথায় সায় দিয়া আসিতেছিলেন ও তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এক্ষণে অন্যান্য নাবিকদের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহীগণ দলে দলে ডেকের উপর একত্রিত হইয়া বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল; তাহারা কলম্বসের সহিত তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল; এমন কি তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল; এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ ফিরাইয়া ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করিতে বলিল। কলম্বস দেখিলেন পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আর খাটিবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে আর তিন দিবস কাল তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে এই তিন দিবসের মধ্যে যদি স্থল আবিষ্কৃত না হয়, তাহাহইলে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।

মুসলমান কুলবালাগণের অবস্থার একটী চিত্র।

আমরা মনে করি হিন্দু রমণীরাই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। কিন্তু মুসলমান নারীগণের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রুপাত না করিয়া স্থির থাকা যায় না। হিন্দু রমণীগণ অনেক স্থলে ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইয়াও পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভের উপায় করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় পথই কণ্টকাকীর্ণ। আমরা শুনিতে পাই মুসলমানদিগের অনেকের একটা মত এই যে নারীগণের আত্মা নাই, এই জন্য অনেক স্থানে সামান্য পশুদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি ব্যাবহার করা হয়। পুরুষেরা বিবাহিত অবিবাহিত অনেক গুলি স্ত্রী রাখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক কি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহারাই জানে আর ঈশ্বরই জানেন। যে অবরোধ প্রথার অনুকরণে বর্ত্তমান হিন্দু অন্তঃপুরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা যাহার ছায়া মাত্র, তাহা কি ভয়ঙ্কর স্থান! সেরূপ বদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানের চর্চ্চা ও ধর্ম্মের চর্চ্চা না থাকিলে মনুষ্যের আত্মার যে কি দুর্গতি হয়, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকদিগের

আত্মাকে হত্যা করিয়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা বিচিত্র নহে। যাহাহউক মুসলমান রমণীগণের মধ্যে অনেক মহৎ আত্মা বিশিষ্ট ধর্ম্মবীর ও রণবীর অঙ্গনাগণের বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছি। এরূপ স্থলে মুসলমান নারী সাধারণের দুরবস্থা পুরুষদিগের অত্যাচারের ফল ভিন্ন আর কি বলা যায়? একে স্বামীর উপেক্ষা ও অনাদর, তাহার উপর আত্মীয় স্বজনের তাড়না এই গেল পারিবারিক সুখ। সামাজিক সুখের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য রুদ্ধ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথও অনর্গল নহে। ভারতের বক্ষ কেবল হিন্দু নারীগণের শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিতেছে না, লক্ষ লক্ষ মুসলমান রমণীরও অশ্রুবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইতেছে। কবে এই দুর্দ্দিনের অবসান হইবে!

আমরা মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার চিত্র সময় সময় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, কিছুদিন হইল এ সম্বন্ধে যে একটী দুঃখময় ছবি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অদ্য পাঠিকাগণের সম্মুখে ধারণ করিতেছি:—

জনৈক পুত্রবধূর বিলাপ। *

"কান্দিব কাহার কাছে স্বামী বিদেশেতে;
কে শুনিবে জ্বালা মম এ মায়া মহীতে।
পিতা মাতা যাহা হতে স্নেহময় নাই,
তাঁহারাই হয়েছেন আমার বালাই।

এ হীরা-খচিত গৃহ কারাগার সম,
মৃত্যুই পরম বন্ধু সুখাশ্রয় মম।

দিনেক স্মরিয়া মোরে আসিল না পিতা,
ভুলাইতে দেখা দিয়া অন্তরের ব্যথা।

"অভাগিনি বধু! তুমি কান্দ কার তরে,
বেচিয়াছে পিতা তোরে ভাবনা অন্তরে?"

শাশুড়ীর বাক্য জ্বালা সহিতে না পারি,
সধবা বিধবা হেন জলে সদা মরি।

না জানি কি দোষে দোষী সে চারু চরণে,
তাই দিবানিশি মোরে জ্বালান জ্বলনে।

একদা সম্মুখে মোর বিকট বদনে,
কহিলা করিলি ভেল্কি আমার বাছনে।

দিবানিশি সেবি পদ প্রাণপণ করি,
তথাচ সদাই হেরি মন ভারি ভারি।

ক্ষণেক বিলম্ব যদি হইল কোথায়,
অমনি বকেন নাচাইয়া সর্ব্বকায়।

রাগেতে ভরিয়া মুখ হইয়া উতলা,
কহিতে থাকেন মোরে কর্কশিয়া গলা।

"আনিয়াছ গৃহ হতে দাস দাসী যত,
তুমি থাক তারা গৃহকর্ম্মে আছে রত।"

কান্দিব কোথায় গিয়া নাহি পাই স্থান,
কি করিব সয়ে থাকি মুছিয়া বয়ান।

কভু যদি হেরি পক্ষী যাইছে উড়িয়া,
সুধি 'স্বামী ভাল আছে?' প্রবোধিতে হিয়া,

* পদ্যটীর ভাষা স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। বা, বো, স।

অভাগীর ভাগ্য দোষে সেও ক্রুদ্ধ করে,
চলি যায় ত্যজি মোরে নিরাশ অন্তরে।”

একদিন কান্দে বালা তিতিয়া বসন,
হেনকালে কণ্ঠ এক করিল শ্রবণ।

শুনিল শাশুড়ি তারে ডাকাডাকি করে,
সবলে উঠিল বালা সভয় অন্তরে।

‘কেন মাতঃ! ডাকিছেন’ কোকিল কাকুলে,
কহিলা সরলা সুধা বরষি ভূতলে।

উত্তরে শাশুড়ি ব্যঙ্গে বিকট বদনে,
‘কেন মাতঃ ডাকিছেন’ ছিলি কোন্ খানে?

নাহি হেন স্থান যথা তোরে না চুঁড়িনু,
শক্তি হত হীন পদ তোরে না পাইনু।

কোথারে বাঁদির মেয়ে ছিলি এতক্ষণ,
আবাস ছাড়িয়া, কর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন।’

সরলা অবলা বালা শুনি হেন বাণী,
ঝরিল নয়ন পদ্ম দহিয়া পরাণী।

তা দেখি গর্জ্জিয়া উঠে শাশুড়ী চপলা,
‘রাখ্ তোর মায়াকান্না যালো রান্নাশালা।

কে রান্ধিবে তোর হয়ে খাইবি বসিয়া,
বাহিরিয়া চারহাত কটি আলাইয়া।’

অমনি চলিয়া গেল সজল নয়নে,
স্বামীরে স্মরিয়া, আহা! না যায় বর্ণনে :

(‘যাহার শাশুড়ি বৈরি এমায়া মহীতে,
উচিত তাহার হয় অবনী ত্যজিতে।’

আর যবে মরে যাবে সে বুড়ি বালাই ;
পায়ে দড়ি দিয়া তারে ফেলিবে সবাই ;

অবলা জনের দুখে যে বুড়ী কাতর,
মরিলে তাহার দশা হবে ঘোরতর।

শ্রীবশারৎকরীমআহমদ।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশে কলাহান্ নাম্নী একটী রমণীর ৫০ হাজার ভেড়া আছে। তাহা দুই হাজার করিয়া ২৫ টা পালে বিভক্ত। মেষ ধনে ইহার অপেক্ষা ধনী সে প্রদেশে আর কেহ নাই। বোধ হয় পৃথিবীতেও বিরল।

২। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ আগামী ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন। এবারকার সিমলা গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৩। কুমারী হোয়েটলী নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ২১ বৎসর হইল, মিসরের কেরো নগরে আসিয়া বাস করেন। তখন সেখানে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। ইনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রতিবর্ষে প্রায় ২০০ বালিকাকে শিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন এবং বালকবিদ্যালয় সকলেও বর্ষে বর্ষে ৩০০ ছাত্র শিক্ষিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মিসর যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

৪। কলিকাতার স্ত্রীলোকদিগের

উচ্চশিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় হইয়াছে বিজয়নগরমের মহারাজ তাহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। যে বাহ্যরূপ ও বিলাসিতার অনুরাগী হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পশ্চিম দেশে তাহার উদ্যোগপর্ব্ব দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। অষ্ট্রিয়ায় কোন স্থানে রূপপ্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ১৫০টী রূপের ডালি উপস্থিত হন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী একযোড়া সুবর্ণবলয় পুরস্কার পাইয়াছেন। আবার শুনিলাম মার্কিন সুন্দরীরা প্রতিদিন আপাদমস্তক বিবিধ ফুল সজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন, এক এক বারের সজ্জায় ২৮ টাকা ব্যয় হইতেছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পূর্ব্ব বাঙ্গালার দেশ হিতৈষিণী কয়েকটী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহাঁদিগের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই কার্য্য ইহাঁদিগের যত্ন, উৎসাহ ও সাহায্যে অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কুমারী, সধবা, বিধবা এবং ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষালোক বিস্তার করিবার জন্য ইহাঁরা চেষ্টা পাইতেছেন এবং প্রতি বৎসর অধিকতর সংখ্যক স্ত্রীলোক ইহাঁদিগের প্রবর্ত্তিত পরীক্ষার অধীন হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভে উৎসাহিত হইতেছেন। পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এ সম্বন্ধে উক্ত সভা সকলের কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি :—

(১) শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। ১৪৫ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ১৩৬ জন উত্তীর্ণ হন। ইহাদিগের মধ্যে ৫৮ জন মাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সধবা ৫৩ এবং বিধবা ১২ জন। পরীক্ষোত্তীর্ণাদিগকে চারিটী বৃত্তি এবং ১৫৩।৶৫ টাকার পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) বিক্রমপুর সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—গতবর্ষের ৪১টীর স্থানে এ বৎসর ৫৫টী গ্রাম হইতে ২২৬ জন পরীক্ষার্থিনী হন। ইহাদের মধ্যে ১১৪জন সধবা, ৮ জন বিধবা এবং ১০৪জন কুমারী। ৩৫ বৎসরের মহিলাও পরীক্ষা দিয়াছেন। উত্তীর্ণা ২২২ জন ছাত্রী পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণ পারিতোষিক ব্যতীত উৎকৃষ্ট ছাত্রী দিগকে কয়েকটী বৃত্তি এবং শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও গৃহচিকিৎসার বিশেষ পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে। এই সভা বালিকাবিদ্যালয় সকলে ৭৩ টাকা সাহায্য দিয়াছেন এবং বৃত্তি ও পারিতোষিক দানে ৩৯৪৷৵০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

(৩) ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—গতবর্ষের ৪০টীর

স্থানে এ বৎসর ৬১টী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থিনীর আবেদন আইসে। পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা ২৭৫, তন্মধ্যে ২০৪ জন উত্তীর্ণ হন। এতদ্ভিন্ন ২১জন বিশেষ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার্থিনী-দিগের মধ্যে সধবা ১৫২, বিধবা ১২ এবং কুমারী ১১১ জন। সধবার সর্ব্বোচ্চ বয়স ৩২ বৎসর। কুম্ভকার, সূত্রধর, নমশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও স্ত্রীলোকেরা পরীক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৯৮৶৹ মূল্যের পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে।

২। বসন্তকুমারের পত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা। এখানি এক নূতন ধরণের উপন্যাস, কয়েক খানি পত্রের আকারে সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত। লেখা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

৩। মিসমেরী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একখানি এবং ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন (বঙ্গীয় শাখা) দ্বারা প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষায় কুমারী কার্পেণ্টারের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনীর অভাব ছিল, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

৪। গোন্দলপাড়া পাঠ সমাজের ২য় বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পুস্তিকা—এই পাঠ সমাজের পুস্তকালয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা ও গ্রন্থ আছে, তৎপাঠে স্থানীয় লোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহার সভাধিবেশনে অনেক সৎবিষয়ও আলোচিত হইয়াছে।

৫। উষা—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। পাবনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১৷০ মাত্র। আমরা ইহার ১ম ৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। যে পর্য্যন্ত দেখা গেল অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিরই ভাষা এবং ভাব বেশ্ সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ অল্প মূল্যে সরল ভাষায় সৎনীতিপূর্ণ পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় ইহা আমাদের একান্ত বাসনা।

৬। সুরভি, বিবিধ বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা—সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা আশা করিতে পারি, ইহা গ্রাহকগণের বিশেষ উপকারী ও প্রীতিপ্রদ হইবে।

৭। প্রজাবন্ধু—গোন্দলপাড়া-চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

৮। কল্পলতা ও প্রকৃতি—সাহিত্য ও বিজ্ঞানময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৯। বিজ্ঞানদর্পণ—মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১০। রামধনু ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

১১। নবমল্লিকা—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত মূল্য ॥৶৹ আনা। এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। মন্দ নহে।

১২। কাদম্বিনীর খেদ—শ্রীযুক্ত হরিমোহন চন্দ্র মুস্তৌফী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বামাগণের রচনা।

মাতৃস্নেহ।

এ জগতে স্নেহময়ী কে আছে এমন,
জননী সন্তানে স্নেহ করেন যেমন?
প্রাণপণে সযতনে সন্তান রতনে,
দিবা নিশি রত রন তাদের পালনে।
দশ মাস দশ দিন গর্ভেতে ধরিয়া,
প্রসব করেন কত যাতনা সহিয়া।
সন্তান যখন রয় শৈশব দশায়,
স্তন দুগ্ধ দিয়া, প্রাণে বাঁচান তাহায়।
চন্দ্র সম শিশু যবে বাড়ে দিনে দিনে,
তা দেখি জননী কত সুখ পান মনে।
সন্তানের শুভ ইচ্ছা জগদীশ স্থানে,
করিয়া থাকেন তিনি কায়-মন-প্রাণে।
ক্রমে এক চিন্তা আসি হয় উপস্থিত,
কিরূপে সন্তান মম হবে সুপণ্ডিত।
সন্তানে দেখেন যদি সরল সুবোধ,
জননী হৃদয়ে কত হয় সুখ বোধ!
ক্ষণেক সন্তানে যদি না পান দেখিতে,
কত চিন্তা হয়, নাহি পারেন থাকিতে।
সন্তানের যদি হয় অসুখ সঞ্চার,
অতি মনকষ্টে রন ভাবনা অপার।
সন্তানের রোগ দুঃখ মনের বেদন,
মাতারে দেখিলে হয় সব নিবারণ।
"মা" কথাটী হয় কিবা সুমিষ্ট বচন,
মার মনে কত স্নেহ, না যায় বর্ণন।
এমন মাতারে ভক্তি যেবা নাহি করে,
জগতের কেহ নাহি তাহারে আদরে।
কি দুর্ভাগ্য হয় আহা সেই দুঃখী জন,
অকালে হারায় যেবা হেন মাতৃধন।
কেহ কভু মাতৃ-ঋণ না পারে শোধিতে,
মাতারে দিও না দুঃখ জীবন থাকিতে।
জগত জননী যিনি সকলের তরে,
ভাল বাসা দিয়াছেন মায়ের অন্তরে,
শত শত ধন্যবাদ তাঁহার চরণে,
ভুলিব না দয়া তাঁর কভু এ জীবনে।
হেন মাতৃধন যিনি দিলেন সবায়,
ভক্তিভাবে প্রণিপাত করি তাঁর পায়।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার
ধাত্রীগ্রাম।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৮৯—ডিসেম্বর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

LIBRARY ১৩৫৩০ CALCUTTA

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমাদিগের ইংলণ্ডীয় রাজপরিবার অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চিত্র-বিদ্যারও উৎসাহদাতা, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ইংলণ্ডে জলরঙা চিত্রের (Water Color Painting) একটী বিদ্যালয় ৪৮ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, রাজকুমারী-দিগের অনেকে তাহার সভ্য। ইঁহারা কেবল চিত্রবিদ্যায় অপরকে উৎসাহ দান করিয়া যে নিরস্ত থাকেন তাহা নহে, কিন্তু আপনারা তাহা রীতিমত শিক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম সভ্য রাজকুমারী বিয়াট্রিস তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জর্ম্মণির যুবরাজ-পত্নীর প্রণীত কতকগুলি ছবি একত্র করিয়া (Birthday Book) এক খানি অতি সুন্দর পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রণেত্রীর আশ্চর্য্য শিল্প-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চিত্রবিদ্যার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক,ক্রমে লোপ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অধিক দুঃখের বিষয় স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় বেথুন স্কুল, যাহা এখন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ সকলের সমকক্ষ হইতেছে, তাহাতে চিত্রবিদ্যার নাম গন্ধও নাই।

রুসিয়ার ফিন্‌লণ্ডপ্রদেশে একটী নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, নারী-গণের প্রাধান্য স্বীকার করাই তাহাদিগের

প্রধান ধর্ম্মসূত্র। এই সম্প্রদায়ের বিবাহিত বা বিবাহার্থী পুরুষগণকে শপথ লইয়া অঙ্গীকার করিতে হয় যে তাঁহারা আপনাপন স্ত্রীর অথবা প্রণয়িনীর অধীন হইয়া থাকিবেন এবং কোন অপরাধ হইলে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন তাঁহাদিগের নিকট তাহা স্বীকার করিবেন। ইহার সভ্যগণ মিতাচারী এবং নীতিপরায়ণ। নারীগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে 'কর্ত্রী'রূপে মনোনীত করেন, পুরুষেরা পত্নীব্রত যথাযথ পালন করেন ইহা তিনি দেখিয়া থাকেন এবং কেহ তাহার ভঙ্গ করিলে দণ্ডবিধান করেন। সাইবিরিয়াতে "Purificants" অর্থাৎ পাবক নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারাও স্ত্রীজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে এবং অনেক বিষয়ে এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুরূপ। পুরুষজাতি অনেক কাল প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন স্ত্রীজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক।

ইউরোপে শান্তিবিধায়িনী (Peace Conference) নামে একটী সভা আছে, রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হইয়া যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় সকল মহাসভার সভ্যগণ এবং বিদ্যা বুদ্ধির জন্য খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তি ইহার সভ্য আছেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতিপয় মহিলাও ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত। ৩৪ বৎসর হইল ব্রসেলস নগরে এই সভার সূত্রপাত হয়, বৎসর বৎসর ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগরে ইহার অধিবেশন হইয়া পুনরায় ইহার জন্মস্থানেই এ বৎসর অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যগণের মহৎ উদ্দেশ্য একবারে সিদ্ধ হইবার নয়, কিন্তু ইহাদিগের চেষ্টা দ্বারা যে ক্রমশঃ জাতিমধ্যে মিলন সংস্থাপন ও জনসাধারণের অনেক অমঙ্গল নিবারণ হইতে পারিবে তাহার সন্দেহ নাই।

থিওজোফিষ্ট নামক সম্প্রদায়ের অধিনেত্রী মাডাম ব্লাভস্কি বড় উৎসাহের সহিত ভারতের নানা স্থানে আপনার মত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বোম্বাইয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া একটী দল প্রস্তুত করিয়াছেন, গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়া অনেককে আপনার মতাক্রান্ত করেন। এ বৎসর বহরমপুর দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে আবার কতকগুলি শিষ্য করিয়াছেন। ইহাঁরা ভারতের যোগবিদ্যা, জ্যোতিষগণনা প্রভৃতি বিলুপ্ত বিষয় সকল পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁরা স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী শাখা সভা স্থাপন করিতেছেন। সভার একখণ্ড নিয়ম পুস্তক পাঠ করিয়া সভাটীকে ঠিক্ ধর্ম্মসমাজ বলিয়া বোধ হইল না।

বিজয়নগরমের মহারাণী ইংলণ্ডে একটী সৎকীর্ত্তির বিশেষ সহায়তা

করিয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার কতকগুলি সহযোগী "নর্থব্রুক ক্লব এবং ইনষ্টিটউট" নামে একটী সভা স্থাপন করিতেছেন, ইংলণ্ড ভ্রমণকারী এ দেশীয় লোকে যাহাতে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় লক্ষ টাকা স্থিরীকৃত হয়, মহারাণী প্রথমে ১০।১১ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, পরে ২৩৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫ হাজার টাকার অকুলান থাকাতে এককালে তাহাও দান করিয়াছেন। আমাদের ধনাঢ্যা রমণীগণ স্বদেশে এইরূপ সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান, ইহা অধিকতর প্রার্থনীয়।

স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য বিদ্যায় পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, সম্প্রতি সন্তরণ বিদ্যাতেও ন্যূন নহেন দেখাইয়াছেন। দক্ষিণ মহাসাগরে সন্তরণের এক পারিতোষিক ছিল, ১০ জন তাহার প্রার্থী হন, কুমারী লেটি গ্রিন্ সর্ব্বপ্রথম হইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ষ্টানলি সাহেব যিনি আফ্রিকা ভ্রমণকারী ডাক্তার লিবিংষ্টোনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন, তিনি আফ্রিকার কঙ্গো নদী তীরস্থ অসভ্য জনপদ সকলে ভ্রমণ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ইউরোপে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বেলজিয়মের রাজা তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এই রাজা অতিশয় নিঃস্বার্থ ও সদাশয়-প্রকৃতি। অসভ্য দেশে সভ্যতা ও বাণিজ্যের বিস্তার হয় ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ষ্টানলি সাহেব ভ্রমণ পথে নরমাংসভক্ষক অনেক জাতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন, সদ্ব্যবহার দ্বারা এই সকল জাতিকেও বশীভূত করা যাইতে পারে ইহা তাঁহার বিশ্বাস। তিনি কঙ্গো নদীর মুখ হইতে ৭০০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানকার ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার ফসল অতি উৎকৃষ্টরূপ জন্মিতে পারে এবং কাপড় প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্য স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে যথেষ্ট কাটিতে পারে।

লণ্ডনের শ্রমজীবিনী স্ত্রীলোকদিগের কলেজের (College for Working-Women) বার্ষিক সভায় নগরাধ্যক্ষ লর্ড মেয়র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে শিল্পসমাজ প্রদত্ত প্রশংসা পত্র এবং অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করেন। কুমারী মার্টিন এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটেরী এবং অনেকগুলি শিক্ষক বিনা বেতনে শিক্ষা দান করেন। কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে একটী নূতন বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে।

মুক্তিফৌজ নামক সম্প্রদায়ের কয়েক জন অধ্যক্ষ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাহেব হইয়াও অনেকটা এদেশীয় লোকের পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং রাস্তায় রাস্তায় গানবাদ্য করিয়া বেড়াইয়াছেন। সাধারণ লোককে ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহিত করা ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ইঁহাদিগের উৎসাহকে ধন্যবাদ।

সম্প্রতি একটী বীরাঙ্গনা অতি সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। কিছু দিন হইল বিবী আর্থর কাম্বেল একখানি ষ্টিমারে হঙ্কঙ হইতে কুইন্সলাণ্ডে যাইতেছিলেন। জাহাজস্থ সকল লোক ভোজনগৃহে, কেবল তিনি এবং একজন চক্রের কর্ম্মকার বাহিরে আছেন, এমত সময়ে জাহাজের টলটলানিতে একটী ৪ বৎসরের বালক জলে পড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মকারকে "বালকের মাতাকে কিছু বলিও না" এই কথা বলিয়া জলে ঝম্প দিলেন এবং সাঁতারাইয়া বালকের নিকট গিয়া তাহার কাপড় ধরিলেন। তখনি জাহাজ থামাইয়া একখানি নৌকা নামান হইল, বিবী নিরাপদে বালককে লইয়া তাহাতে উঠিলেন।

শিশু-জীবন।

পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পার্থিব নহে এ প্রকার পদার্থ যদি কেহ দেখিবার অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মাতৃক্রোড়শায়ী শিশু সন্তানের প্রতি চাহিয়া দেখুন। তাহার নবনীতপরাজিত কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি কেমন লাবণ্যময় ও নয়নানন্দকর! শারদ কৌমুদীনিভ সুনির্ম্মল হাস্য শিশুর ঈষৎরক্তাভ অধরে ও নয়নের কোণে প্রস্ফুটিত, সমগ্র বদনমণ্ডল সুমধুর ভাবে পরিপূর্ণ, প্রত্যেক হস্ত পদ সঞ্চালন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি হৃদয়ের গভীর আনন্দ-ব্যঞ্জক। সংসারের মলিন অপবিত্রতা এখনও শিশুকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করে নাই, পৃথিবীর কঠোরতা দুশ্চিন্তা এখনও শিশুর কোমল পবিত্র ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই, কমলাননের প্রফুল্লতা বা হীরকোজ্জ্বল নয়নের সরলতা এখনও বিষাদের কালিমায় ও সংসারের কুটিলতায় মলিন হয় নাই, হৃদয়মুকুরের নৈসর্গিক স্বচ্ছতা এখনও পাপের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। সেই স্নেহের পুত্তলিকা আনন্দের ছবি এখনও গৃহকে উৎসবপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন এমন কি নিঃসম্পর্ক দর্শকগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, শোকসন্তপ্ত চিত্তকে সুশীতল এবং উদাস

প্রাণকে স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ করিয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। শিশু এখনও আত্মপর ভাবনা শিক্ষা করে নাই; তাহার ভালবাসা এখনও স্বার্থে পরিণত হয় নাই; নিরাশা দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণ মূর্ত্তি এখনও শিশুর চিত্তের শান্তি হরণ করে নাই; যশোলিপ্সার মোহিনী মূর্ত্তি এখনও তাহার চিত্তকে চঞ্চল বা বিপথগামী করে নাই। অর্থগৃধ্নু তার কুহকে পড়িয়া হা অর্থ! হা অর্থ! করত গৃহ-প্রাঙ্গণ-বিচরণশীল শিশুর ক্ষুদ্র পদ-যুগল যোজনশত পথ অতিক্রম করিতে শিক্ষা করে নাই, উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর জলধিবক্ষে তরণী ভাসাইয়া দিন যামিনী ক্ষতি লাভের গুটিকা গণনা করিতে করিতে ধন-দেবতার উপাসনায় এখনও শিশুর প্রাণ,মন নিয়োজিত হয় নাই। শিশুর এখনও সকলই কমনীয়, সকলই মনোমত, সকলই প্রেমপ্লুত।

এমন কে আছেন যে এ প্রকার শিশু-রত্নকে দেখিতে, আর তাহার অসামান্য রূপরাশিতে মগ্ন হইয়া তাহার দেবভাব চিন্তনে সময়ে সময়ে প্রাণ মনকে সুখসাগরে ভাসাইতে ইচ্ছা না করেন? মনোমধ্যে এই সকল ভাবিয়া আর কি শিশুকে মর্ত্ত্য জীব বলিতে সাহসী হইবেন? আমরা কলঙ্কী, পাপ তাপে তাপিত, বিষয় মদে মত্ত, নিকৃষ্ট স্বার্থ-পরায়ণ,প্রবল সাংসারিকতায় নিমগ্নচিত্ত, আমাদেরই মধ্যে স্বর্গীয় শিশুকে দেখিয়া তাহাকে কি সামান্য চক্ষে পাঁচ জনের এক জন বলিয়া ভাবিব? না, তাহা হইতে পারে না। আমরা তাহাকে পৃথিবীর অতীত স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া ভাবিব এবং তাহা হইতে আমাদের জীবনের শিক্ষা লাভ করিব।

কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে দয়াময় ঈশ্বর মানবকে স্বর্গের পথ, স্বর্গের শোভা দেখাইবার জন্য যেন সময়ে সময়ে এক একটী বিশেষ পদার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা লাভ হয়, আর তাহা যেন এ জগতের অতীত বলিয়া বোধ হয়। যথা, বসন্তের সমীরণ, শরতের শশী,সুন্দর সুগন্ধি কুসুম,বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠধ্বনি, শিশুর সহাস্য বদনমণ্ডল ইত্যাদি। বাস্তবিক আমরাও একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে সত্যই শিশু এ জগতের অতীত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। আর তাহার প্রফুল্লতা সরলতা প্রভৃতি রাশি রাশি দেবভাব পৃথিবীর সমস্ত নরনারী এমন কি ঘোর বিষয়ীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করত স্বর্গের পথ স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যেন সঙ্কেত করিতেছে।

শিশু কি প্রকার, তাহা কতক বুঝিলাম। তাহার জীবন পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, জরায়ুবন্ধন-বিমুক্ত হইলে শিশুর উন্মীলিত নেত্রে যখন প্রথম আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হয়, অমনি শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে। স্বাভাবিক তেজঃকান্তিতে অরিষ্টশয্যা